বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬৮ ॥ ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০১ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৪ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সকল বিনিয়োগ সংস্থাকে একত্রে আনার নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

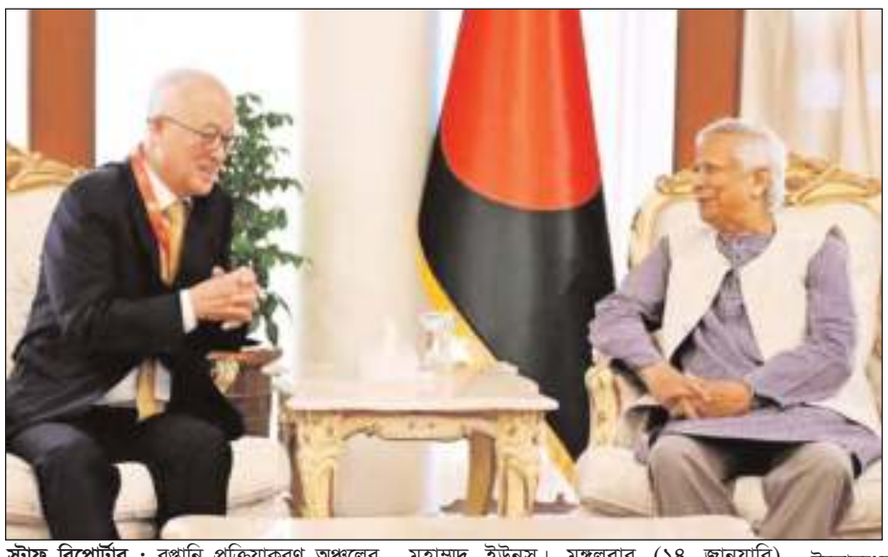

স্টাফ রিপোর্টার : রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের ভূমি অধিকার সমস্যা সমাধান এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সকল বিনিয়োগ সংস্থাকে এক ছাতার নিচে আনার নির্দেশ দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) ইয়ংওন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা তার সাথে দেখা করলে প্রধান উপদেষ্টা এই নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনকে পাঁচটি বিনিয়োগ সংস্থাকে একসাথে করার জন্য পদক্ষেপ নিতে বলেছেন। প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাতের পর ভূমি সমস্যাসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগের নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন ইয়ংওন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কিহাক সাং। একইসাথে দেশে বৃহৎ আকারের বিনিয়োগের অবস্থার উন্নতি করার জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে অনুরোধও করেছেন তিনি। এর প্রেক্ষিতে কোরিয়ান ইপিজেডের জমি সমস্যা আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আমরা চাই কোরিয়ান ইপিজেড বাংলাদেশের সবার জন্য মডেল হোক। আমরা আশা করি এটি বড় বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।' এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে দ্রুত শিপমেন্টের আবেদন করা হলে ড. ইউনূস জানান, বন্দরের কার্যক্রম দক্ষ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে। বিশেষ দূত লুৎফী সিদ্দিকী চট্টগ্রামকে এ অঞ্চলের শীর্ষ বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। দেশ থেকে দ্রুত রপ্তানি ২-এর পাতায় দেখুন

মঈন খান ও আমির খসরুকে প্রধান করে বিএনপির ২ কমিটি

স্টাফ রিপোর্টার : দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি ও সাইবার সুরক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে জাতির সামনে তুলে ধরতে দুইটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বিএনপি। গত সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির নিয়মিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত তুলে ধরে ফখরুল উল্লেখ করেন, সভায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই আইন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি সংবাদ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খানকে প্রধান করে প্রফেসর এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান ও ব্যারিস্টার কায়সার কামালসহ একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। মির্জা ফখরুল বলেন, স্থায়ী কমিটির সভায় দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। একদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, ২-এর পাতায় দেখুন

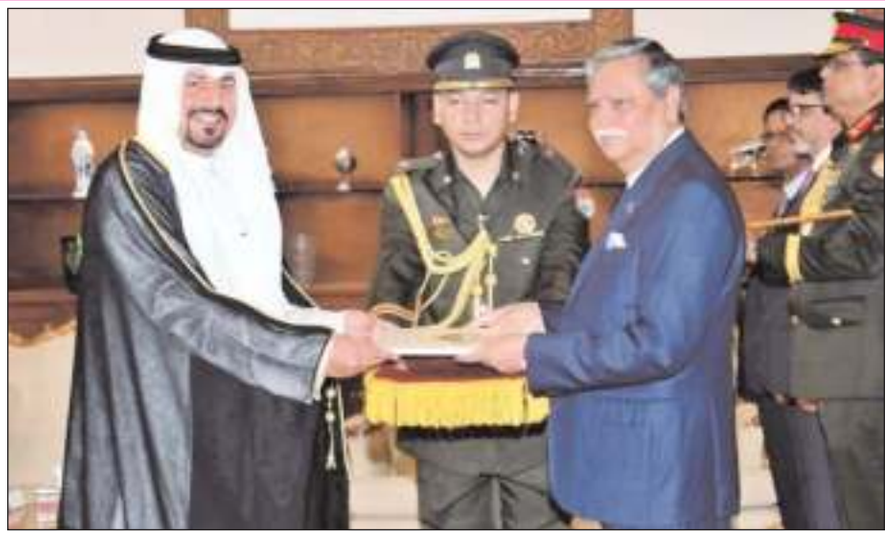

কুয়েতে বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ ও আধা-দক্ষ জনবল নিয়োগের আহ্বান রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন কুয়েত সরকারকে বাংলাদেশ থেকে আরও দক্ষ ও আধা-দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে ঢাকায় তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কুয়েতের মনোনীত রাষ্ট্রদূত আলী তুনিয়ান আবদুল ওয়াহাব হামাদাহ তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করার সময় তিনি এ আহ্বান জানান। কুয়েতে সাড়ে তিন লাখেরও অধিক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করছেন উল্লেখ করে, রাষ্ট্রপ্রধান সেবিকা (নার্স) এবং কারিগরি কর্মীসহ দক্ষ ও পেশাদার কর্মী নিয়োগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সারওয়ার আলম বাসসকে জানান, কুয়েতের ক্রমবর্ধমান দক্ষ জনশক্তির চাহিদা মেটাতে তিনি ২০২৩ সালে নার্স ও কারিগরি কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারকের কথাও উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, জাহাজ নির্মাণ, জ্বালানি, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ওষুধ শিল্পসহ অন্যান্য কিছু খাতে সুযোগ অন্বেষণের জন্য ২-এর পাতায় দেখুন

১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় খালাস লুৎফুজ্জামান বাবর

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায় সাড়ে ১৭ বছর আগে গ্রেপ্তার বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলায় খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। এটিই ছিল তার বিরুদ্ধে সবশেষ মামলা। এ মামলায় খালাসের পর তার এখন মুক্তি পেতে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবী। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি নাসরিন আক্তারের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুলতানা আক্তার রুবী ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসিফ ইমরান জিসান। আসামির পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও আইনজীবী শিশির মনির। এর আগে সবশেষ গত ১৮ ডিসেম্বর ১০ ট্রাক অস্ত্র আটক ২-এর পাতায় দেখুন

সঞ্চয়পত্র বিক্রি কার্যক্রম চালু হতে পারে আজ

স্টাফ রিপোর্টার : অনলাইন পদ্ধতির উন্নয়নের (আপগ্রেডেশন) কাজ চলায় সঞ্চয়পত্রের ওয়েব সার্ভার সাময়িক বন্ধ আছে। তাই বন্ধ আছে সঞ্চয়পত্র বিক্রি কার্যক্রম, সঙ্গে বন্ধ আছে সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বণ্টনও। অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আজ বুধবারের মধ্যে এই ওয়েব সাইট চালু হবে। আবার সঞ্চয়পত্র বিক্রি কার্যক্রমও চালু হবে। একই তথ্য জানিয়েছে জাতীয় সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তর। যথাযথ পূর্ব ঘোষণা ছাড়া সঞ্চয়পত্র বিক্রি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়ে বিনিয়োগকারীরা। ব্যাংকে সঞ্চয়পত্র কিনতে গিয়ে ফিরে আসে অনেকে। ব্যাংক থেকে জানানো হয়, সঞ্চয়পত্র বিক্রি সাময়িকভাবে বন্ধ আছে, কাল বা পরে আসতে। সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করতে গিয়ে গত সোমবার কয়েকজন গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংক থেকে ফেরত এসেছেন। জয়া সরকার নামের একজন বলেন, সঞ্চয়পত্র কিনতে খোঁজ খবর নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়েছিলাম, জানানো হয়েছে, বিক্রি সাময়িক বন্ধ আছে। পরে বোর্ডের নোটিশ বোর্ডে দেখতে পাই সঞ্চয়পত্র বিক্রি সাময়িক বন্ধ। তিনি বলেন, নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরিবর্তে সরকার যদি সার্ভার বন্ধের বিষয়টি পত্রিকায় ও টেলিভিশন চ্যানেলে বা ২-এর পাতায় দেখুন

আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে থানা পুলিশ, তদন্তে আলাদা সংস্থার প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার : থানা-পুলিশকে শুধুই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে রেখে মামলা তদন্তের জন্য আলাদা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে। তিন মাস অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের পর আজ প্রধান উপদেষ্টার কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে পুলিশ সংস্কার কমিশন। কমিশন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, পুলিশ, সাধারণ মানুষের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কমিশনের সদস্যরা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পুলিশ কমিশন করা হলে পুলিশ সদর দপ্তর বাতিল হয়ে যাবে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা দুটিই রাখতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একই ধরনের কাজ করার জন্য দুটি ২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময় অনুযায়ী নির্বাচনের প্রস্তুতি : ইসি সচিব

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময় সূচি অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে কমিশন ভবনে ইউএনডিপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। ইসি সচিব বলেন, ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং নির্বাচনে কারিগরি সহযোগিতা করবে ইউএনডিপি। এ ক্ষেত্রে আগামী দশ দিনের মধ্যে কী কী ধরনের সহযোগিতা দরকার তার তালিকা দেবে ইউএনডিপি। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহায়তা করতে আগ্রহী ইউএনডিপি। সেই লক্ষ্যে এবার আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে তা নিয়ে মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠকে বসে ইউএনডিপির প্রতিনিধি দল। বেলা ১১টায় ইউএনডিপির পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আসে নির্বাচন কমিশন ভবনে ২-এর পাতায় দেখুন

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়ার আপিল শুনানি শেষ, রায় আজ

স্টাফ রিপোর্টার : জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের ১০ বছরের সাজার বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আপিলের শুনানি শেষে এ বিষয়ে রায়ের জন্য আজ বুধবার দিন নির্ধারণ করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। এর আগে, খালেদা জিয়ার আপিলের ওপর চার কার্যদিবস শুনানি শেষে রায়ের দিন নির্ধারণ করা হলো। আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার বদরুদ্দোজা বাদল, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল, অ্যাডভোকেট গাজী কামরুল ইসলাম সজল, অ্যাডভোকেট ২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ : হারুনুর রশিদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি হারুনুর রশিদ বলেছেন, বিএনপি জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার হলে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা তা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তৃণমূল নাগরিক আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত অবিলম্বে জাতীয় নির্বাচনের রোড ম্যাপ ঘোষণার দাবিতে যুব সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। হারুনুর রশিদ বলেন, অনেকেই বলে নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারবে না। বিএনপি ক্ষমতায় যাবে না তো কে যাবে? গত ৪০ বছর ধরে বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে বিএনপি। এদেশের জনগণ যখনই সুযোগ পেয়েছে ভোট দিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আবারও দেশের জনগণ ভোট দেওয়ার ২-এর পাতায় দেখুন

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. পুরনজিত মহালদার নিহত হয়েছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত ২টা ৩৫ মিনিটের দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার। জনসংযোগ প্রশাসক জানান, গত সোমবার দুপুরে রাজশাহী ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের নির্বাচনে সহযোগিতা করতে চায় ইউএনডিপি

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহায়তার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপি। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি গোয়েন লুইস বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচনে সহযোগিতা করতে চায় ইউএনডিপি। টেকনিক্যাল সাপোর্টসহ সব ধরনের সহযোগিতা দিতে চায়। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন কী ধরনের সহযোগিতা চায়, তার ওপর নির্ভর করবে ইউএনডিপির সহযোগিতা। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউএনডিপি সহযোগিতা করবে। এ সময় ইসি সচিব আখতার আহমেদ জানান, ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং নির্বাচনে কারিগরি সহযোগিতা ২-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিকের তৃতীয় ধাপে ৬৫৩১ পদে নিয়োগের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত ৬ হাজার ৫৩১ জন দ্রুত নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। ২০২৩ সালের তৃতীয় ধাপের নিয়োগ পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত হন তারা। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালে তিনটি ধাপে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের চূড়ান্ত নিয়োগ কার্যক্রম এবং অপেক্ষমান তালিকা থেকে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় ধাপ নিয়ে প্রহসন থামছে না। ওই বছরের ১৪ জুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত বছরের ২৯ মার্চ। এ ধাপের লিখিত পরীক্ষার ফল ২-এর পাতায় দেখুন

সড়কে বেপরোয়া ছিনতাইকারী

দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মনোবল ঘাটতির সুযোগ নিচ্ছে অপরাধীরা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়েই চলছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশের দায়িত্ব অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে। পতিত সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে 'রাজনৈতিক হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করায় তাদের মনোবল তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। আর এই 'মনোবল ঘাটতি'কে সুযোগ হিসেবে নিচ্ছে অপরাধীরা। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট দায়িত্ব নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন সরকারের সামনে যেসব বিষয় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসছে, তার মধ্যে অন্যতম আইনশৃঙ্খলা রক্ষা। এর মধ্যে নতুন করে যোগ হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দ্রব্যমূল্য ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মনোবল ফিরে না আসার সুযোগ নিচ্ছে অপরাধীরা। দুটি কারণে ছিনতাইয়ের ঘটনা বাড়ছে। প্রথমত; দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে অনেকেই এসব কাজে যুক্ত হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত; আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয় উঠতে পারেনি। একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মাইনুল হাসান সোহেল। গত ২৪ ডিসেম্বর রাত ৯টার পর ২-এর পাতায় দেখুন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে ছয় দিনব্যাপী 'মামলা পরিচালনায় সহায়ক আইন-কানুন ও কৌশল' বিষয়ক কর্মশালায় দ্বিতীয় দিনে বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

সপ্তাহের ব্যবধানে আগাম আলুতে ১২০০ টাকা হাওয়া

জয়পুরহাট প্রতিনিধি : 'গত বছর লাভ পেয়ে এবার ছয় বিঘা জমিতে আলু লাগিয়েছি। বিঘাপ্রতি খরচ হয়েছে ৩৪ হাজার ৮০০ টাকা। এক বিঘা জমি থেকে ৪৩ মণ আলু পেয়েছি। ৮০০ টাকা মণ দরে দাম পেয়েছি ৩৪ হাজার ৪০০ টাকা। এতে ৪০০ টাকা লোকসান হয়েছে। কথাগুলো বলছিলেন জয়পুরহাট সদর উপজেলার গঙ্গাদাসপুর গ্রামের কৃষক আলাল উদ্দিন। আলালের মতো জেলার অনেক কৃষক আগাম আলু চাষ করে প্রথমে কিছুটা লাভবান হলেও এখন লোকসানে পড়েছেন। আলুচাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, লাভের আশায় এবারো চাষিরা নানা জাতের আলুর আগাম চাষ করেছেন। প্রতিবছর অক্টোবরের দিকে আলু রোপণ করে ডিসেম্বর ও জানুয়ারির দিকে বাজারে বিক্রি করেন তারা। এ মৌসুমে জেলায় ৪৩ হাজার ৪৭০ হেক্টর জমিতে আলু আবাদ হয়েছে বলে জানিয়েছে জয়পুরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। জয়পুরহাট সদর উপজেলার হেলকুন্ডা এলাকার কৃষক মজিদ মন্ডল বলেন, দুই বিঘা ২-এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে নিহত ২৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নিরাপত্তাবাহিনীর এক অভিযানে ২৭ বিদ্রোহী নিহত হয়েছেন। দেশটির বালুচিস্তান প্রদেশের কাচি জেলায় সশস্ত্র গোষ্ঠীদের এক গোপন আস্তানায় সোমবার (১৩ জানুয়ারি) এই অভিযান পরিচালিত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বরাতে মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ২৭ 'সন্ত্রাসী' নিহত হয়েছেন। নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক নাগরিকদের ওপর তারা বহু সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অনেক দিন ধরেই গ্রেফতারের জন্য তাদের খুঁজছে। নিহত ব্যক্তি বা তাদের সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও তথ্য ওই বিবৃতিতে দেওয়া হয়নি। বালুচিস্তানে পাকিস্তানি তালিবানসহ একাধিক ছোট ছোট সশস্ত্র বিদ্রোহী দল সক্রিয় রয়েছে। সেখানে প্রায়ই নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। বালুচিস্তানকে স্বাধীন করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে সশস্ত্র আন্দোলন করে যাচ্ছে তারা।

আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার আপিল দ্রুত শুনানির আবেদন

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নেতা ও গাজীপুরের সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আপিল দ্রুত শুনানি করতে আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগে এ আবেদন করা হয়। আদালতে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দস কাজল আসামিদের পক্ষে এ আবেদন করেন। এর আগে ২০০৪ সালে স্থানীয় এক জনসভায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে নিহত হন আওয়ামী লীগ নেতা ও গাজীপুরের সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার। এরপর বিচারিক আদালতে রায়ের পর মামলাটি হাইকোর্টেও শুনানি হয়। শুনানি শেষে হাইকোর্ট রায় দেন। সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে পৃথক আপিল আবেদন জানায় রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিরা। এরপর আপিল বিভাগের শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। মামলার বিবরণী থেকে জানা গেছে, ২০০৪ সালের ৭ মে গাজীপুরের টঙ্গীর নোয়াগাঁও এম এ ২-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) সূচকের সামান্য পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমলেও সিএসইতে বেড়েছে। উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ১.০১ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৫০ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১.৪০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৫৮ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১.৬৮ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯০৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১৮১টি কোম্পানির, কমেছে ১৩১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৮৪টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৩৫১ কোটি ১১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৯৭ কোটি ৮১ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ৪.৬৯ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৭৬১ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৬.৮৪ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৩৮৪ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৫.২০ পয়েন্ট বেড়ে ৯৩৪ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ১৭.৬৮ পয়েন্ট কমে ১১ হাজার ৮৩৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ১৮৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮৭টি কোম্পানির, কমেছে ৭৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৬টির। দিনশেষে সিএসইতে ১১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

হাসিনা সরকারের জন্য বিডিআর সদস্যদের কোরবানি দেওয়া হয় : শহিদুল আলম

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের প্রখ্যাত আলোকচিত্রী ও সাংবাদিক শহিদুল আলম বলেছেন, নিপীড়ক সরকার তার ব্যক্তি ও দলের স্বার্থে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষতি করে পার্শ্ববর্তী দেশকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করতে ও আমাদের দেশে বলিষ্ঠ সেনাবাহিনী-বিডিআরকে দুর্বল করতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। হাসিনা সরকারের জন্য বিডিআরের নির্দোষ সদস্যদের কোরবানি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে কারা নির্যাতিত বিডিআর পরিবারের সদস্যদের আয়োজনে পিলখানা হত্যাকাণ্ড মামলায় পুনঃতদন্ত কমিশনের প্রজ্ঞাপনে (ঙ) নম্বর ধারা বাতিল ও সুষ্ঠু বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত এবং চাকরিচ্যুতদের পুনঃবহালের দাবিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। শহিদুল আলম বলেন, আমি কারাগারে থাকা অবস্থায় নিয়মিত বিডিআর সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। বিষয়টা যখন আমার পরিবার ও বন্ধুরা জানতে পারার পরে আমাকে তারা নিষেধ করেছেন। তারা বললেন এটা জানতে পারলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। বিডিআর সদস্যদের ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০১ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

ভারত থেকে ১ হাজার ১৩৭ কোটি টাকার ডিজেল কিনছে বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদল, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের আশ্রয় প্রদান, সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশে দেশটির সরকারের নির্বিকার থাকাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ব্যাপক টানাপোড়েন চলছে ঢাকা ও দিল্লির মধ্যকার সম্পর্কে। এর মধ্যে সীমান্তে বিএসএফের কাঁটাতার নির্মাণের চেষ্টা এবং তাতে বিজিবি ও স্থানীয়দের বাধায় নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বন্ধুপ্রতীম দুদেশের সম্পর্ক। অবশ্য এতসব উত্তেজনার মধ্যেও দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বেগবান রাখার প্রয়াস জারি আছে। ফলস্বরূপ, ভারত থেকে ডিজেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ। জানা গেছে, সম্প্রতি অনুমোদিত এক সিদ্ধান্তের আলোকে শিগগিরই ভারত থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার টন ডিজেল আমদানি করবে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, সীমান্ত ইস্যুতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে উত্তেজনার ভেতরেই ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) থেকে ১ লাখ ৩০ হাজার টন ডিজেল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)। গত রোববার (১২ জানুয়ারি) বিপিসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।

বিপিসির বেশ কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, এই ডিজেল চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আমদানি করা হবে এবং এর জন্য খরচ হবে ১ হাজার ১৩৭ কোটি বাংলাদেশি টাকা। এ বছর বিপিসির পরিশোধিত জ্বালানি তেলের চাহিদা ৭৪ লাখ টন। এর মধ্যে ৪৬ লাখ টন ডিজেল, যার ৮০ শতাংশই সরাসরি আমদানি করা হয়ে থাকে। আর বাকি অংশ স্থানীয় শোধনাগার থেকে পাওয়া যায়।

মূলত, বিপিসি নিয়মিতভাবে ভারতের নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড (এনআরএল) থেকে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে রেলপথে বাংলাদেশে আসছে এই তেল। এর আগে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে ভারত থেকে ৫০ হাজার টন সিদ্ধ চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পগুলোতে বিরাজ করছে স্থবিরতা

স্টাফ রিপোর্টার : গণঅভ্যুত্থানের আগে বিগত সরকারের গৃহীত ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পগুলোতে বর্তমানে স্থবিরতা বিরাজ করছে। বর্তমান সরকার ওই মেগাপ্রকল্পগুলো একেবারে বন্ধ না করে দিলেও গুরুত্ব দিচ্ছে কম। দেশের আট মেগাপ্রকল্পকে ফাস্ট ট্র্যাক হিসেবে বিগত সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নে তালিকাভুক্ত করেছিলো। কিন্তু বর্তমানে অর্থ সংকটে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন ধীরগতিতে এগোলেও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মেগাপ্রকল্পগুলোতে তার প্রভাব নেই। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে বিগত সরকারের তোড়জোড় ছিলো। সেজন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রেও ওসব প্রকল্পকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হতো। চলতি অর্থবছরের এডিপিতেও বরাদ্দের ক্ষেত্রে ওসব প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। পাশাপাশি প্রকল্পগুলো তদারকি বাড়াতে ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটিও গঠিত হয়। ওই মেগাপ্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আগে তিন মাস পর পর মনিটরিং কমিটির বৈঠক হলেও বর্তমান সরকারের মেয়াদ পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো বৈঠক হয়নি। এমনকি কোনো পর্যালোচনাও নেই। সূত্র জানায়, ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা নেই। একই সঙ্গে কমে গেছে তদারকিও। বরং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ওসব প্রকল্প এখন সাধারণ অন্যান্য প্রকল্পের মতো বাস্তবায়িত হচ্ছে। এমনকি ওসব প্রকল্পে অর্থছাড়েও গতি নেই। ফলে বেশির ভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে থাকলেও তা এখন

৭-এর পাতায় দেখুন

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এখন কোনো উত্তেজনা নেই : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, সীমান্তে এখন কোনো উত্তেজনা নেই। এখন পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক রয়েছে। তারা (বিএসএফ) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে না। বলা যায়, পরিস্থিতি অনেকটাই স্থিতাবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, "শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে আগামী মাসে বিজিবি এবং বিএসএফ-এর ডিজি পযার্য? আলোচনা হবে। যেহেতু, আমাদের কিছু অসম চুক্তি করা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে সেখানে আলোচনা হবে। এর আগে মন্ত্রণালয় থেকে তাদেরকে (বিএসএফ) চিঠিও দেওয়া হবে, যেগুলো অসম আছে, সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে ময়মনসিংহ বিভাগের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও কৃষি অধিদপ্তরের কর্মকতার্দের সঙ্গে সিটি করপোরেশনের শাহাবউদ্দিন মিলনায়তনে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সারের কোনো সংকট নেই জানিয়ে উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, "আর যদি কেউ সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো ডিলার যদি এসবের সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে আগামী মাস থেকেই তাদেরর ডিলারশিপ চলে যাবে। কোনো অবস্থায় তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। কৃষকরা দেশের প্রাণ, তারা অবশ্যই ন্যায্য মূল্যে সার পাবেন। সংকট কাটিয়ে পুলিশের কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে বলেও জানান তিনি। এসময় অন্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন- ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মোকতার আহমেদ, রেঞ্জ ডিআইজি ড. আশরাফুর রহমান এবং কৃষি বিভাগ ও অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তারা।

এস আলম পরিবারের ৬৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ সম্পদ জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাইফুল আলমসহ তার পরিবারের নামে থাকা ৬৮টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ (ফ্রিজ) করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তার ১৬টি স্থাবর সম্পত্তি জব্দের (ক্রোক) আদেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন । এদিন দুদকের উপপরিচালক সিফফাত উদ্দীন এসব সম্পদ ক্রোকের আবেদন করেন। দুদকের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর। পরে বিচারক দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন। জব্দকৃত ১৬টি সম্পত্তির মধ্যে রয়েছেড় গুলশানের এস আলম টাওয়ারে ১০ তলা ভবন, ধানমন্ডিতে এক বিঘা জমিসহ ৬ তলা ভবন, ধানমন্ডি লেক সার্কাসে ১১ দশমিক ৮৮ শতাংশ জমিসহ ৪ তলা ভবন, গুলশানের ২৬৫৮ বর্গফুট জমির

৭-এর পাতায় দেখুন

বিচারকের অভাবে আপিল বিভাগে মামলাজটের শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চ আদালতের আপিল বিভাগে মামলাজটের শঙ্কা বাড়ছে। মূলত বিচারক সঙ্কটে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নতুন করে বিচারক নিয়োগের আগ পর্যন্ত আপিল বিভাগে দুই বেঞ্চের পরিবর্তে একটি বেঞ্চে বিচারকার্যক্রম পরিচালিত হবে। গত ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ছয় বিচারপতির মধ্যে একজন অবসর নেয়ার পরই আপিল বিভাগে বিচারক সংকট তৈরি হয়। বর্তমানে আপিল বিভাগের ১ নম্বর বেঞ্চে মামলা নিষ্পত্তির হার খুবই কম। আবার বিচারাধীন মামলার সংখ্যাও অনেক বেশি। এমন পরিস্থিতিতে বেঞ্চ একটি কমলে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ আরো বাড়বে। উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দ্রুতই প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আপিল বিভাগে এক থেকে তিনজন বিচারপতি নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ওই নিয়োগ প্রস্তাবিত বিচারপতি নিয়োগ কাউন্সিল বা কমিশন গঠনের আগে হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। বিগত ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিল বিভাগে ছয়জন বিচারপতি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং দুই বেঞ্চে নিয়মিত বিচারকাজ পরিচালিত হচ্ছিল। ১ নম্বর বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং বিচারপতি সৈয়দ মো. জিয়াউল করিম ২ নম্বর বেঞ্চের নেতৃত্বে ছিলেন। কিন্তু বিচারপতি সৈয়দ মো. জিয়াউল করিম অবসরে যাওয়ার পরই সংকট তৈরি হয়। সূত্র জানায়, আপিল বিভাগে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৮ হাজার ৯০১টি মামলা বিচারাধীন ছিলো। এর মধ্যে ১৭ হাজার ৯৮৯টি দেওয়ানি, ১০ হাজার ৭১৫টি ফৌজদারি এবং ১৯৭টি অন্যান্য। প্রত্যেক বিচারপতির সামনে মামলার সংখ্যা ৫ হাজার ৭৮০টির বেশিও। এমন পরিস্থিতিতে মামলাজট দূর করতে আপিল বিভাগে দুটি বেঞ্চ গঠন করা জরুরি। প্রয়োজনে দুটির বেশিও বেঞ্চ গঠন করা যেতে পারে। কারণ বর্তমানে আপিল বিভাগের ১ নম্বর বেঞ্চে মামলা নিষ্পত্তির হার এমনিই কিছুটা কম। সেখানে যদি কেবল ওই বেঞ্চেই বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাহলে নতুন করে মামলাজট বাড়তে পারে। ফলে বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ বাড়বে। সূত্র আরো জানায়, সংবিধানে আপিল বিভাগে বিচারপতির কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। ২০০৯

৭-এর পাতায় দেখুন

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ছাড়া কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী: এফবিসিসিআই

স্টাফ রিপোর্টার : বৈদেশিক মুদ্রার উচ্চ বিনিময় হার, আমদানি খরচ বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক প্রভাব দেশের বিনিয়োগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সরকার যেখানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে, সে মুহূর্তে অংশীজনদের সঙ্গে কোনো মতবিনিময় ছাড়াই মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী হবে বলে মন্তব্য করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বৈষম্য বিরোধী সংস্কার পরিষদ (এফবিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ব্যবসায়ী নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বৈষম্য বিরোধী সংস্কার পরিষদের (এফবিসিসিআই) আহ্বায়ক জাকির হোসেন নয়ন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি কঠিন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের

৭-এর পাতায় দেখুন

শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হেলাল ও ইমনকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে: ডিবিপ্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : জামিনে কারামুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমামুল হাসান ওরফে পিচ্চি হেলাল এবং আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী সানজিদুল ইসলাম ইমনকে দ্রুতই আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার রেজাউল করিম মল্লিক। মঙ্গলবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে স্বাভাবিক থাকে সেদিকে আমরা বিশেষ নজর দিচ্ছি। কোনো সন্ত্রাসী আইনের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। সে পিচ্চি হেলাল হোক বা ইমন। তাদের আইনের আওতায় আনতে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, অবশ্যই তারা গ্রেপ্তার হবে।'সম্প্রতি এই দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে হত্যা ও ছিনতাইয়ের অভিযোগে মামলা হয়েছে। সর্বশেষ ইমনের বিরুদ্ধে এলিফ্যান্ট রোডে দুই ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আহতের ঘটনায় এক নম্বর আসামি করা হয়। ডিবিপ্রধান তার বক্তব্যে বলেন, 'কোনো চাঁদাবাজ,

৭-এর পাতায় দেখুন

টিউলিপের মন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বলল যুক্তরাজ্যের দুর্নীতিবিরোধী জোট

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্যের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতিবিষয়ক মিনিস্টার (ইকোনমিক সেক্রেটারি) টিউলিপ সিদ্দিককে তার মন্ত্রিত্বের দুর্নীতিবিরোধী দিকগুলো থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে ইউকে অ্যান্টি-করাপশন কোয়ালিশন। যুক্তরাজ্যের দুর্নীতিবিরোধী জোটটি 'অর্থনৈতিক অপরাধ, অর্থ পাচার এবং অবৈধ অর্থায়ন প্রতিরোধের' দায়িত্ব টিউলিপের পরিবর্তে অন্য একজন মন্ত্রীর কাছে হস্তান্তরে দেশটির সরকারের প্রতি আহ্বান

৭-এর পাতায় দেখুন

শাটডাউনে স্থবির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর ও আবাসনের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের ডাকা চলমান শাটডাউন কর্মসূচিতে দ্বিতীয় দিনে স্থবির হয়ে আছে ক্যাম্পাস। গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে সরজমিনে দেখা যায়, ক্যাম্পাসে শুনশান নিরবতা বিরাজ করছে। নেই শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আনাগোনা। বন্ধ রয়েছে সব বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষা। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ভবন, কন্ট্রোলার অফিস ও মেডিকেল সেন্টার শাটডাউনের আওতামুক্ত থাকায় কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। এদিন সকালে ভিসি ভবনের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা, দ্বিতীয় ফটকটি কর্মকর্তারা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করছেন। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে ঢিলে-ঢালাভাবে কার্যক্রম চলছে। দুপুর ১২টা নাগাদ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি

৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক-এর সাথে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে তাঁর বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর (ইন্টারিম) Gayle Martin সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে ছাত্রজোটের যাত্রা আটকে দিলো পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই গণহত্যার বিচারের দাবিসহ পাঁচ দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে গণতান্ত্রিক বাম ছাত্রজোটের যাত্রায় বাধা দিয়েছে পুলিশ। পরে সাকুরা বারের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শেষ করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে শুরু করে ভিসি চত্বর, ক্যাম্পাস শ্যাডো, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, শাহবাগ ও বাংলামোটর হয়ে সাকুরা বারে সামনে এলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে বাধা দেয়। এসময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের পাঁচ মিনিটের মতো ধাক্কাধাক্কি হয়। এরপর তারা রাজসিক ভাস্কর্যের পাশে বসে পড়ে এবং সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষ করে। সমাবেশের

৭-এর পাতায় দেখুন

বন্ধ টিসিবি কার্ড অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে : মান্না

স্টাফ রিপোর্টার : যেসকল টিসিব'র কার্ড বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলো অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতা ও নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে 'দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও' আন্দোলনের উদ্যোগে আয়োজিত নতুন করে ভ্যাট আরোপ সরকারের নির্দয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নাগরিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে মান্না বলেন, বৈষম্যহীন দেশ হবার মতো একটা পদক্ষেপ কি গ্রহণ করেছেন? কোনো একটা জায়গাতে বৈষম্য দূর হয়েছে, সেরকম আছে? আমরা রাজনৈতিক দল করি, তারা কিন্তু আপনাকে অযথা উত্যক্ত করি না। আমরা জানি, ৫০ বছর ধরে যে বৈষম্য বাংলাদেশের মাটিতে টিকে আছে, সে বৈষম্য একদিনে দূর

৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার (এস কে) সুরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিব তাকে

৭-এর পাতায় দেখুন

নিবন্ধন ফিরে পেতে জামায়াতের আপিল শুনানির ২১ জানুয়ারি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে আপিল শুনানি শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের শুনানি শেষে পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ২১ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে চার বিচারপতির বেঞ্চ শুনানির জন্য এ দিন ধার্য করেন। আদালতে জামায়াতের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী ও অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির। এর আগে, এক রিট আবেদন নিষ্পত্তি করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জামায়াতে

৭-এর পাতায় দেখুন

প্লট দুর্নীতির অভিযোগ

হাসিনা ও জয়ের বিরুদ্ধে দুদকের দুই মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজউক থেকে প্লট নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে। দুদক মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলাগুলোতে সজীব ওয়াজেদ জয় ও শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে সজীব ওয়াজেদ জয়কে প্রধান আসামি করে দায়েরকৃত মামলায়

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা মেডিকেলে ভুয়া চিকিৎসক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট থেকে চিকিৎসক পরিচয় দেওয়া এক তরুণীকে আটক করা হয়েছে। তিনি অ্যাপ্রোন পরে বার্ন ইউনিটের তিনতলায় এক রোগীর চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন। তার নাম ডালিয়া। বার্ন ইউনিটের চিকিৎসকরা বলছেন, চিকিৎসক পরিচয় দেওয়া ওই নারী প্রতারক। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে বার্ন ইউনিট ভবনের তৃতীয় তলায় এক রোগীকে আত্মীয় বানিয়ে চিকিৎসা দিতে এসে হাতেনাতে আটক হন ডালিয়া। পরে আনসার সদস্যদের কাছে তাকে সোপর্দ করা হয়। বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা নিতে আসা যুবক আরমান জানান, তার বাসা কেরানীগঞ্জে। এক বছর আগে কক্সবাজারে ঘুরতে গিয়ে পায়ে আঘাত পান। এরপর থেকে বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা নিচ্ছেন ডা. সালমা আমানের

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে তীব্র গ্যাস সংকট

স্টাফ রিপোর্টার : প্রায়ই গ্যাস থাকছে না। আমরা বড়রা খাবার না খেয়ে অনেক সময় কষ্ট করে থাকতে পারলেও ঘরের বাচ্চারা তা পারছে না। বাধ্য হয়ে তাদের বাইরের খাবার খাওয়াতে হচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে, বাচ্চাদের পেটের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কী করবো, এ ছাড়া তো আর উপায়ও নেই। কথাগুলো বলছিলেন কাঁঠালবাগান এলাকার গৃহবধূ সানজিদা ইয়াসমিন। একই সুর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবিহা সুলতানার মুখেও। তিনি বলেন, আমরা যারা গ্রিনরোডে থাকি, তাদের কাছে গ্যাস না থাকাটা এখন অনেকটা নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এ কারণে অতিরিক্ত সিলিন্ডার কিনে রেখেছি। গ্যাস না থাকলেই সেটা ব্যবহার করি। বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন সৈকত আহমেদ। তিনি থাকেন কল্যাণপুর এলাকায়। হতাশাজড়িত কণ্ঠে এই প্রতিবেদককে বলেন, প্রায়ই গ্যাস থাকছে না। কতক্ষণ হোটেল থেকে কিনে খাওয়া যায়? সে কারণে ইলেকট্রিক কুকার কিনেছি। গ্যাসের সংকট দেখা দিলেই তাতে রান্না করছি। এতে অবশ্য বিদ্যুৎ বিল কিছুটা হলেও বেশি আসে।

কিন্তু কিছু করার নেই। মোহাম্মদপুরে বাসা-বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন রোজিনা আক্তার। তিনি বলেন, সকালে বাসা-বাড়িতে কাজ করে এসে স্বামী-সন্তানের জন্য দুপুরের খাবার প্রস্তুত করতে সব আয়োজন করেছি। কিন্তু গ্যাস সংকটে চুলা জ্বালাতে পারছি না। একটু পরেই মেয়ে স্কুল থেকে আসবে। এ অবস্থায় বাইরে থেকে খাবার কিনে আনা ছাড়া আর উপায় নেই। টানাটানির সংসারে এটা রীতিমতো

৭-এর পাতায় দেখুন

১৬ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিকদের মানববন্ধন

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুর মহানগরের সারাব এলাকায় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ হওয়া ১৬টি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করছেন শ্রমিকরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে চন্দ্রা-নবীনগর সড়কের চক্রবর্তী এলাকায় এ মানববন্ধন করা হয়। গত ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেক্সিমকোর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শ্রমিক ও পুলিশ জানায়, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বন্ধ হওয়া ১৬টি কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকরা কয়েক দফা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করে। সর্বশেষ গত ২১ ডিসেম্বর ওই কারখানার

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

হাসিনা সরকারের জন্য বিডিআর

সাক্ষাতের অনেক নোট আমার কাছে আছে। সেই সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেই আমি কথা বলছি। তিনি বলেন, যেই নিপীড়ক সরকারকে আমরা কষ্ট করে হটিয়েছি। এই নিপীড়ক সরকার তার ব্যক্তি ও দলের স্বার্থে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমাদের দেশের ক্ষতি করে পার্শ্ববর্তী দেশকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করতে ও আমাদের দেশে বলিষ্ঠ সেনাবাহিনী-বিডিআরকে দুর্বল করতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এটা পরিষ্কার এর পেছনে তাপস, তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জড়িত ছিল। এটা ঠিক এখন এটা বলতে পারছি, ৫ আগস্টের আগে সেই সুযোগ ছিল না। শহিদুল আলম বলেন, কারাগারে আমার অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেকের নাম আমি বলতে পারবো। ছোট করে যদি বলি হবিগঞ্জের বিডিআর সদস্য রিয়াজ হোসেন চৌধুরী। সে মামলার ৩১২ নম্বর আসামি। সে মেজর শফিকুল ইসলামের বডিগার্ড ছিলেন। বিদ্রোহের সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শফিকুল ইসলামের স্ত্রী পালাতে সহযোগিতা করেন। যাতে তিনি নিরাপদে বের হতে পারেন। শুধু রিয়াজ না তাদের মতো শত শত বিডিআর সদস্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। এসব নিরীহ মানুষগুলো দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দি রয়েছে। তিনি বলেন, এসব নিরীহ মানুষগুলোকে এই নিপীড়ক সরকার নিজের স্বার্থে কোরবানির খাসি বানানো হয়েছে। তাদের বলি দেওয়া হয়েছে। এখন যেভাবে চলছে সেটি যদি চলতে থাকে তাহলে কোরবানির খাসিদের রক্ষা করতে পারবো না। আমাদের দায়িত্ব রয়েছে এসব ভাই-বোনদের প্রতি যারা আমাদের রক্ষায় জীবন ঝুঁকি নিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর। তিনি আরও বলেন, আমি আরও কিছু বিষয় বলতে চাই এটা তো পরিষ্কার। কারা এসেছিল, কারা এই হত্যায় জড়িত সবই আমাদের জানা রয়েছে। তারপরে আজকে যখন আমরা একটা স্বাধীন বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আছি। যখন আমরা স্বৈরাচারকে হটিয়েছি, যখন আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষার সরকারকে পেয়েছি তখন এই পরিস্থিতিতে মুশতাক আহমেদ মারা গেছে। এতগুলো মানুষকে যারা অত্যাচার করেছে। যে ভাই-বোনেরা নির্দোষ তাদের প্রতি এই অত্যাচার করা হচ্ছে এটা কি করে সহ্য করবো। তিনি বলেন, আমি নিজে ভুক্তভোগী কীভাবে নিপীড়ন করা হয়েছে। কিভাবে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। কীভাবে আদালতে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিচারক নিজেই বলেছেন মামলায় যে কথা বলা হয়েছে একটারও কোনো প্রমাণ নেই। বিডিআরের ক্ষেত্রে যা যা বলা হয়েছে তার একটারও কোনো প্রমাণ নেই। অথচ সেই ভয়টা ছিল সে কারণে কেউ কথা বলতে পারেনি। কি কারণে বাইরের গাড়ি সেখানে প্রবেশ করে। কি কারণে অ্যাম্বুলেন্স আসে। কাদের সুযোগ দেওয়া হয়। রহস্যজনক কারণে কাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কি কারণে আটক করা হয়। কাউকে কাউকে খুন করা হয় যাতে সত্য তথ্য বের হয়ে না আসে সেই বিষয়টা আমাদের কাছে পরিষ্কার। তারপরও আমরা এই অন্যায়টা হতে দিতে পারি না। আমরা চাই সুবিচার। আমরা অবশ্যই চাই নতুন কমিশন প্রকৃত তদন্ত করে নির্দোষ মানুষকে এখনো জেলে রাখা হয়েছে। যাদের যৌবন চলে গেছে। মা-বাবা মারা গেছে। স্ত্রী চলে গেছে। মারা গেছে। তাদের প্রতি ন্যায়বিচার আশা করি। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, পিলখানা হত্যা মামলায় গঠিত কমিশনের প্রজ্ঞাপনের (ঙ) নম্বরে বলা হয়েছে, হত্যাকাণ্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধে ইতোমধ্যে দায়েরকৃত মামলা এবং সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযুক্তদের দায়/অপরাধ অক্ষুণ্ন রেখে যাদের সংশ্লিষ্ট মামলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এমন প্রকৃত অপরাধীদের তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তকরণ। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, এই ধারার মাধ্যমে যারা দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে রয়েছে তাদরে প্রতি অন্যায় করা হবে। কারণ কারাগারে থাকা বিডিআর সদস্যরা নিরপরাধ ও নির্দোষ হওয়ার পরেও তারা কারা নির্যাতিত হচ্ছেন। এই ধারা থাকলে কমিশন কখনোই সঠিক ও সুষ্ঠু তদন্ত করতে পারবে না। এ সময় সংবাদ সম্মেলন থেকে চার দফা দাবি তুলে ধরা হয়। খুনি হাসিনার প্রহসনমূলক রায় বাতিল বা স্থগিত করে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জেলবন্দি সব বিডিআর জওয়ানকে মুক্তি দিয়ে তদন্ত কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত পরিকল্পনাকারী, ষড়যন্ত্রকারী ও খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

পূর্বের রায় বহাল রাখার ষড়যন্ত্র থেকে বেরিয়ে তদন্ত কমিশনের প্রজ্ঞাপন থেকে 'ব্যতীত' নামক শব্দটি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার 'ঙ নম্বর' অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করতে হবে। খুনি হাসিনার নির্দেশে সারাদেশে যে ১৮ হাজার ৫১৯ জন বিডিআর জওয়ানদের অন্যায়ভাবে সাজা দেওয়া হয়েছে তাদের সম্পূর্ণ সরকারি সুযোগ-সুবিধাসহ চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে। স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সভাপতিকে সুপ্রিম কোর্টের এপিলেড ডিভিশনের বিচারপতির পদমর্যাদা এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতির পদমর্যাদা দিতে হবে। এছাড়া কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিরাপত্তায় গাড়ি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হবে।

সপ্তাহের ব্যবধানে আগাম আলুতে

জমিতে আগাম আলু আবাদে খরচ হয়েছে ৭০ হাজার টাকার বেশি। কয়েকদিন আগে এক বিঘা জমির আলু এক হাজার ৪০০ টাকা মণ দরে বিক্রি করেছি। বাকি এক বিঘা আলু রয়েছে। এখন আলুর দাম ৭৮০-৮০০ টাকা মণ। এই দামে আগাম আলু বিক্রি করে লাভ হচ্ছে না। সদর উপজেলার জলাটুল গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি চার বিঘা জমিতে আলুচাষ করেছি। এরমধ্যে দুই বিঘার আলুর বিক্রি করেছি। তখন অল্প কিছু লাভ হয়েছে। কিন্তু এখন ক্রেতার অভাবে বিক্রি করতে পারছি না। আগাম আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা যায় না, এজন্য আলু রেখে দেওয়ারও উপায় নেই। কৃষকের মাঠ ঘুরে ঘুরে আলু কেনেন ব্যবসায়ী শাবু মিয়া। তিনি বলেন, এবার মৌসুমের শুরুতে তিন হাজার টাকা মণ দরেও আলু কিনেছি। গত সপ্তাহেও মাঠ থেকে এক হাজার ৫০০ থেকে দুই হাজার টাকায় আলু কিনেছি। এখন কিনছি ৭০০-৮০০ টাকায়। জয়পুরহাট জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক শহিদুল ইসলাম বলেন, এক কৃষক একটি ফসলে লাভ পেলে অন্যরাও সেটাতে ঝোঁকেন। এবার আলুর ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছে। উৎপাদন খরচও বেশি পড়ছে, কিন্তু বাজারে দাম কম। এতে কৃষক ন্যায্যমূল্য পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন।

আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার

মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় আহসান উল্লাহ মাস্টারকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। ঘটনার পরদিন আহসান উল্লাহ মাস্টারের ভাই মতিউর রহমান টঙ্গী থানায় ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১০ থেকে ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিচার শেষে ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল বিচারিক আদালত নূরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ছয় জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ও দু'জনকে খালাস দেন। পরে বিচারিক আদালতের রায়ের বিষয়ে হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স আসে। পাশাপাশি আসামিদের পক্ষ থেকে জেল আপিল করা হয়। এরপর ২০১৬ সালের ১৫ হাইকোর্টের রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার রায়ে ছয় জনের ফাঁসি বহাল রাখা হয়। এই মামলায় ৩০ আসামির মধ্যে নিম্ন আদালতে মোট ২৮ জনের দণ্ড হয়। এর মধ্যে ২২ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ছয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এসব আসামির মধ্যে ১৭ জন কারাগারে ও ৯ জন পলাতক রয়েছেন। এ ছাড়া দুজন মারা গেছেন।

বাংলাদেশের নির্বাচনে সহযোগিতা

করবে ইউএনডিপি। এ ক্ষেত্রে আগামী ১০ দিনের মধ্যে কী ধরনের সহযোগিতা দরকার তার তালিকা দেবে সংস্থাটি। তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সব নির্বাচনেই কমিশনকে সরাসরি সহযোগিতা করেছে সংস্থাটি। জাতিসংঘ কোনো দেশের নির্বাচনে পরামর্শ, কারিগরি, লজিস্টিক, প্রশিক্ষণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ নানা ধরনের সহায়তা করে থাকে।

দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর

টিকাটুলির মোড়ের অফিস থেকে রিকশায় সেগুনবাগিচার ডিআরইউতে যাচ্ছিলেন। রিকশাটি দৈনিক বাংলা মোড়ে আসলে একদল ছিনতাইকারী গতিরোধ করে। এক সময় তার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনটি তারা ছিনিয়ে নেয়। ভুক্তভোগী এই সাংবাদিক ডটকমকে বলেন, ''ছিনতাইকারীরা মোবাইল টার্গেট করে আক্রমণ করে। তারা আমার হাত ও পায়ে আঘাত করে। এক পযার্য়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরি। রাস্তায় প্রকাশ্যে ও মতিঝিলের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছিনতাইকারীরা যেভাবে আক্রমণ করেছে, সেক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতি হলেও হতে পারত।'' গত, ৮ জানুয়ারি এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পুলিশ ছিনতাই হওয়া মোবাইলটি উদ্ধার করতে পারেনি। মতিঝিল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ডটকমকে বলেন, ''আমরা শুধু মোবাইল উদ্ধারই নয়, অপরাধীদের দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় আনার কাজ চলছে।''

শুধু সাংবাদিক নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে শুধু সর্বস্বই খোয়াচ্ছন না, অনেককে জীবন দিতে হয়েছে জনবহুল এই শহরে। ফ্লাইওভার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন হাফেজ কামরুল হাসান। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কাছে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিতে চায় ছিনতাইকারীরা। ছিনতাইকারীদের বাধা দেওয়ায় তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা হাতে থাকা ধারালো চাকু দিয়ে বুকে আঘাত করে কামরুলের। ফ্লাইওভারের ওপর লুটিয়ে পড়লে ছিনতাইকারীরা তার কাছে থাকা একটি মোবাইল ফোন ও নগদ ৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হঠাৎ করে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঢাকায় ছিনতাইকারীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, মোহাম্মদপুর, ফার্মগেট, মিরপুর, খিলগাঁও, হাতিরঝিল, শাহজাহানপুর, হাজারীবাগ, শাহ আলী, এমনকি গুলশানসহ বিভিন্ন এলাকায় বেড়েছে ছিনতাইয়ের ঘটনা। সন্ধ্যা নামতেই বেপরোয়া হয়ে উঠছে ছিনতাইচক্রের সদস্যরা। প্রায়শই গুরুতর আহত, এমনকি প্রাণহানির খবর পাওয়া যাচ্ছে। ছিনতাই মামলা যেসব থানায় বেশি অন্তর্বর্তী সরকার ঢাকায় পুলিশের জনবলে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। পুলিশের সর্বোচ্চ পদ আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনার পদে পরিবর্তন আনা হয়। কিন্তু এখনো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে বেশি আলোচনায় রয়েছে মোহাম্মদপুর এলাকা। এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, গত ১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ দিনে ঢাকায় গড়ে তিনটি করে ছিনতাই মামলা হয়েছে মোহাম্মদপুর, খিলগাঁও, হাতিরঝিল ও শাহজাহানপুর থানায়। দুটি করে ছিনতাই মামলা হয়েছে হাজারীবাগ, মিরপুর ও শাহআলী থানায়। একটি করে ছিনতাই মামলা হয়েছে ১৬টি থানায়। জানুয়ারিতে ১১৪টি, ফেব্রুয়ারিতে ১২১টি, মার্চে ১৩৮টি, এপ্রিলে ৯৭টি, মে মাসে ১১৫টি, জুনে ১০৩টি, জুলাইতে ১০১টি এবং আগস্টে ৭০টি ছিনতাই ও ডাকাতির মামলা হয়েছে। এর আগের বছর জানুয়ারিতে ১০৭টি, ফেব্রুয়ারিতে ৯৭টি, মার্চে ১১১টি, এপ্রিলে ১১৮টি, মে মাসে ৯৫টি, জুনে ১০৫টি, জুলাইতে ৯৪টি, আগস্টে ১০৪টি, সেপ্টেম্বরে ১০৬টি, অক্টোবরে ১০৬টি, নভেম্বরে ৭৯টি এবং ডিসেম্বরে ১০৫টি। মোট ১২২৭। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে ৯১টি, ফেব্রুয়ারিতে ৮৫টি, মার্চে ৯৪টি, এপ্রিলে ১০৭টি, মে মাসে ৮৫টি, জুনে ৮৫টি, জুলাইতে ৯৭টি, আগস্টে ১০৭টি, সেপ্টেম্বরে ১০৯টি, অক্টোবরে ১০২টি, নভেম্বরে ৯২টি এবং ডিসেম্বরে ৭৪টি। সব মিলিয়ে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে চার মাসে ছিনতাইকারীর হাতে নিহত হয়েছেন সাতজন। এ ছাড়া অনেকে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। ঢাকার ৫০টি থানা এলাকায় গত ১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ দিনে অন্তত ৩৪ জন ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে মামলা করেছেন। সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন প্রায় শতাধিক ভুক্তভোগী। এ সময় একজন ছিনতাইকারীর হাতে নিহত হয়েছেন। রেহাই পাচ্ছেন না সাংবাদিকরাও কয়েক মাসে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ঢাকায় ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। ছিনতাইয়ের শিকার হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে খুইয়েছেন ক্যামেরা, মোবাইল, টাকা আর ব্যাগ। গত ১৩ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ফটো সাংবাদিক মো. নাঈমুর রহমান রাত ৯টা ৩৫ মিনিটের দিকে মোহাম্মদপুর থানার বসিলা রোডস্থ তিন রাস্তার সামনে পৌঁছালে অজ্ঞাতনামা চারজন সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্র দিয়ে আঘাতের পর ভয়ভীতি দেখায়। এ সময় তার কাছে থাকা নগদ ৭ হাজার টাকা, ক্যামেরার লেন্স, একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ১৬ ডিসেম্বর ছুটির দিন সন্ধ্যার দিকে রাজধানীর মিরপুর সনি সিনেমা হলের সামনে থেকে মফিজুল ইসলাম সাদিক নামের একজন সংবাদকর্মীর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি ছিনতাই হয়ে যায়। তিনি ডটকমকে বলেন, ''মোবাইলটি ছোঁ মেরে নিয়ে যায় ছিনতাইকারী। আশপাশে চিৎকার করলেও আমার কথা কেউ শোনেনি।'' পরে অবশ্য মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনি থানায় জিডি করেছেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে ডাকাতি হাতিরঝিল থানা এলাকায় ডাকাতির ঘটনাটি ঘটে গত ৩০ নভেম্বর। মামলার এজাহার বলা হয়, পশ্চিম রামপুরার বাসিন্দা হোসনে আরা বেগমের বাসায় গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে ছয় ব্যক্তি প্রবেশ করেন। তারা হোসনে আরার স্বামী আবদুল বাশার চৌধুরীকে মারধর করে আলমারিতে রাখা ৪০ হাজার ডলার, নগদ ১১ লাখ টাকা, ১০ ভরি সোনার গয়না লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাতির এই ঘটনায় ১ ডিসেম্বর হাতিরঝিল থানায় মামলা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে আরেকটি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর আদাবরে। গত ২৮ নভেম্বর আদাবরের একটি বাসায় গিয়ে ডাকাতেরা চার লাখ টাকার মালামাল লুট করে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ছিনতাইকারীদের চিহ্নিত করে অভিযান চলছে ঢাকার ছিনতাইপ্রবণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করে, কারা ছিনতাই করে, তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। ডিএমপির প্রত্যেক বিভাগের ডিসি, এডিসি ও এসিকে নজরদারি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক রাতে তারা গাড়ি নিয়ে মুভে থাকছেন এবং তদারকি করছেন। এ ছাড়া ডিএমপি কন্ট্রোল রুম থেকে ওয়ারলেসে পেট্রোগুলোর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং তারা সজাগ আছে কি না, সেটিও তদারকি করা হচ্ছে। আবার যারা এসব ছিনতাইয়ের কাজে অভ্যস্ত, তাদের আদালতে প্রেরণ করলে তারা অতি সহজেই জামিনে বের হয়ে আসছে এবং আবার ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ছে। ঢাকা মহানগরীতে ২ কোটির মত মানুষের বসবাস। তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এসব ছিনতাইকারী যেন সহজে জামিন না পায়, এজন্য আদালত বা সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করছে পুলিশ। ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী ডটকমকে বলেন, ''আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর চেষ্টা করছি ঢাকা শহরে চুরি-ছিনতাই ও ডাকাতির মত ঘটনা যেন না হয়। ইতোমধ্যে ডিএমপির সবগুলো বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তারা ছিনতাইকারীদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে। গত কয়েকদিনের প্রায় দুই শতাধিকের বেশি ছিনতাইকারীকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। ইদানিং মোবাইল ছিনতাই বেড়েছে। মোবাইল ছিনতাই প্রতিরোধেও পুলিশ মোড়ে মোড়ে কাজ করছে। এ ছাড়া জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেলে মুহূর্তেই ছুটে যাচ্ছে পুলিশ।'' এদিকে, ছিনতাই প্রতিরোধে পুলিশের পাশাপাশি এলিট ফোর্স র‍্যাবও কাজ করছে। এজন্য রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে র‍্যাবের ব্যাটেলিয়নের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে ছিনতাই প্রতিরোধে। র‍্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস ডটকমকে বলেন, ''সম্প্রতি চুরি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে র‍্যাব। র‍্যাবের প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়নে সংশ্লিষ্ট এলাকার অপরাধপ্রবণ জায়গাগুলো নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোন কোন এলাকায় কোন সময়ে চুরি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ বেশি হচ্ছে, সে অনুযায়ী টহল কার্যক্রমসহ চেকপোস্ট বাড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে মধ্যরাত এবং ভোরে বাসসহ বিভিন্ন টার্মিনালে যখন যাত্রীরা নামেন, তখন ওইসব এলাকায় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বেশি ঘটছে। ইতোমধ্যে র‍্যাব বেশ কয়েকজন ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তারও করেছে।''

প্রাথমিকের তৃতীয় ধাপে ৬৫৩১ পদে

প্রকাশ করা হয় ২১ এপ্রিল এবং ১২ জুন ভাইভা সম্পন্ন হয়। যারা সুপারিশপ্রাপ্ত হননি তারা ৩১ জুন হাইকোর্টে রিট করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশপ্রাপ্ত ৬ হাজার ৫৩১ জনের নিয়োগ কার্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। ইতোমধ্যে চেম্বার জজ আদালত, আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্টে চারটি শুনানির পরও কোনো সুরাহা হয়নি। তারা বলেন, গত বছরের ১১ নভেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ৫ ডিসেম্বর জেলা শিক্ষা অফিস এবং ৮ ডিসেম্বর স্কুল পদায়ন সম্পর্কিত নিয়োগ আদেশ জারি করা হয়। নিজ নিজ জেলা সিভিল সার্জনে মেডিকেল টেস্ট এবং জেলা শিক্ষা অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমাদানও সম্পন্ন করা হয়। অনেক জেলার কিছু কিছু উপজেলায় চূড়ান্ত সুপারিশ প্রাপ্তরা যোগদানপত্রও হাতে পেয়েছেন। চূড়ান্ত সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যোগদান করতে না পেরে সামাজিকভাবে আমাদের হেয়প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। আমরা অনতিবিলম্বে চাকরিতে যোগদান করতে চাই। মানববন্ধনে ছিলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক তৃতীয় ধাপের সমন্বয়ক তালুকদার পিয়াস, জেরিন, নওরীন, লিজা আক্তারসহ প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষক।

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী

মহানগরীর বার রাস্তার মোড় এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ড. পুরনজিত মহালদার। পরে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতের নেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেখানেই তিনি মারা যান। সহকর্মীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন খান বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এদিকে ড. পুরনজিত মহালদারের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন্স্থর সভাপতি জামিল রায়হান ও সাধারণ সম্পাদক শহীদ ইকবাল।

বিএনপি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে

সুযোগ পেলে বিএনপিকে ক্ষমতায় বসাবে। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের একমাত্র দাবি ছিল শেখ হাসিনার পতন। শেখ হাসিনার পতন হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ চালাচ্ছে। তাদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ডানা মেলে ধরা হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে উপদেষ্টাদের মধ্য থেকেও সুনির্দিষ্ট কোনো দিন তারিখ বলা হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, আমরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। দেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রর বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যারা ছাত্র জনতাকে হত্যা করেছে, যারা বাংলাদেশ থেকে লুটপাট করেছে, তাদের বিচার চলছে। পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত যে সরকার আসবে তারাও তাদের বিচার করবে। তাই এই বিচার কার্যক্রম নিয়ে নির্বাচনকে বিলম্বিত করার কোনো সুযোগ নেই। তৃণমূল নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি মফিজুর রহমান লিটনের সভাপতিত্বে এবং কৃষকদলের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নাঈমের পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির শিশু বিষয়ক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী। বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবু নাছের মো. রহমতুল্লাহ, কৃষকদলের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব ভিপি ইব্রাহীম, তাঁতি দলের ড. কাজী মনিরুজ্জামান মনির, মৎস্যজীবী দলের ইসমাইল হোসেন সিরাজী, পল্টন থানা বিএনপির ফিরোজ আলম পাটোয়ারী প্রমুখ।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায়

আমিনুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান খান, অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, অ্যাডভোকেট মাকসুদ উল্লাহ প্রমুখ। আদালতে দুদকের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট আসিফ হোসাইন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। শুনানি শেষে অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন ও ব্যারিস্টার কায়সার কামাল আশা প্রকাশ করে বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের সাজানো কোর্টে খালেদা জিয়াকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। আশা করছি, আগামীকাল (আজ বুধবার) আপিল বিভাগে খালেদা জিয়া ন্যায়বিচার পাবেন। এর আগে, ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে ৫ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন বিচারিক আদালত। একইসঙ্গে এ মামলার অন্য পাঁচ আসামির প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অরফানেজ ট্রাস্টের নামে সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আখতারুজ্জামান। একইসঙ্গে এই মামলায় খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানসহ মামলার অপর পাঁচ আসামির প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পাশাপাশি ছয় আসামির প্রত্যেককে ২ কোটি ১০ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়। মামলার অন্য আসামিরা হলেন সাবেক মুখ্যসচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, সাবেক এমপি ও ব্যবসায়ী কাঁজী সালিমুল হক কামাল, ব্যবসায়ী শরফুদ্দিন আহমেদ ও জিয়াউর রহমানের ভাগনে মমিনুর রহমান। এর মধ্যে পলাতক আছেন তারেক রহমান, কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী ও মমিনুর রহমান। পরে বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালাস চেয়ে হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ-টু আপিল করেন খালেদা জিয়া। দীর্ঘদিন ধরে সে আবেদনটি আইনজীবীদের উদ্দোগের অভাবে শুনানির জন্য ঝুলে ছিল। ২০২৪ সালের ১১ নভেম্বর ১০ বছরের সাজার বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে করা আবেদন) মঞ্জুর করেন আপিল বিভাগ। একইসঙ্গে খালেদা জিয়াকে দেওয়া ১০ বছরের সাজা স্থগিত করেন আদালত। খালেদা জিয়ার আপিল শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাজা স্থগিত রাখা হয়। পাশাপাশি খালেদা জিয়াকে আপিলের সার সংক্ষেপ দুই সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করতে নির্দেশ দেন আদালত। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় মামলাটি আপিল বিভাগে শুনানিতে ওঠে।

আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে থানা পুলিশ

প্রতিষ্ঠান রাখা যাবে না বলে আলোচনা হয়েছে। সূত্র জানায়, কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের মধ্যে থাকছে ফৌজদারি মামলার তদন্ত থানা পুলিশকে দিয়ে না করিয়ে একটি আলাদা সংস্থা দিয়ে করানোর ব্যবস্থার বিষয়। থানা-পুলিশ শুধুই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে আর তদন্তের জন্য গঠিত সংস্থার কাজ হবে শুধুই তদন্ত। এতে তদন্ত কর্মকর্তাকেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে হবে না। ফলে তদন্ত

১৬ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে

শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করে। এরপর শ্রমিকরা মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য শ্রমিকরা লিফলেট বিতরণ করে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল মঙ্গলবার সকালে কয়েক হাজার শ্রমিক চক্রবর্তী এলাকায় জড়ো মানববন্ধন করে। গাজীপুর শিল্প পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আবু তালেব জানান, বেক্সিমকোর ১৬টি কারখানা প্রায় এক মাস আগে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সকাল থেকে শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে মানববন্ধন করেন।

ঢাকা মেডিকেলে ভুয়া চিকিৎসক

কাছে। তখন থেকেই তাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় ডালিয়া সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাদের কাছে নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দেন। আজকে জানতে পেরেছেন ডালিয়া চিকিৎসক নন। আরমান বলেন, সকালে ফলোআপে আসি বার্ন ইউনিটে, সঙ্গে ছিলেন ডালিয়া। সালমা আমান চিকিৎসার বিষয়ে ইংরেজিতে একটি কথা বললে এর উত্তরে ডালিয়া ভুল বলেন। তখন তাকে ভুয়া চিকিৎসক বলে ধরিয়ে দেওয়া হয়। তবে আটক ডালিয়া কোনো বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। তিনি কেবল সাংবাদিকদের বলেন, তিনি চিকিৎসক হিসেবে কখনোই পরিচয় দেননি। এক পর্যায়ে শাহবাগ থানা পুলিশ তাকে আটক করে নিয়ে যায়। ঢামেক হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, অ্যাপ্রোন পরা গলায় স্টেথোস্কোপ লাগানো এক তরুণীকে আটক করা হয়েছে। তিনি নিজে ডা. পরিচয় দিলেও কোনো কথা বলতে রাজি হননি। তার কাছ থেকে কোনো ধরনের তথ্য বের করা সম্ভব হয়নি। তার আচরণ দেখে মনে হয়েছে তিনি পেশাদার প্রতারক। তাকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আইনানুযায়ী তার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, বার্ন ইউনিট কর্তৃপক্ষ ভুয়া চিকিৎসক পরিচয় দেওয়া ডালিয়া নামে একজনকে আটক করে আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। পরে তাকে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাজধানীতে তীব্র গ্যাস সংকট

বাড়তি এক বিড়ম্বনা। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) রাজধানীর মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, কাঁঠালবাগান, গ্রিনরোডসহ বেশিরভাগ এলাকা ঘুরে ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। শীতকালে গ্যাসের চাপ একটু কম থাকে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টরা বলেন, দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হবে। এ ছাড়া সম্প্রতি এলএনজি টার্মিনাল মেরামতের কারণে গ্যাস সরবরাহ কমে যায়। সে কারণে সংকট তৈরি হয়। এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উৎপাদন না বাড়ালে ভবিষ্যতে গ্যাস সংকট আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নিবন্ধন ফিরে পেতে জামায়াতের

ইসলামী। তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানিতে জামায়াতের মূল আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় ২০২৩ সালের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগ 'ডিসমিস ফর ডিফল্ট' বলে আপিল আবেদনটি খারিজের আদেশ দেন। এ কারণে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল থাকে। এদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার পতনের পর রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে দায়ের করা আপিল আবেদন পুনরুজ্জীবিত করতে চাওয়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আবেদন গ্রহণ করেন আপিল বিভাগ। আদালতে আবেদনের শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। পরে আইনজীবী বলেন, 'ডিসমিস ফর ডিফল্ট' হিসেবে খারিজ হওয়া আপিলটি পুনরুজ্জীবিত করতে আবেদন করেছিলাম। গত বছরের ২২ অক্টোবর সে আবেদনের শুনানি নিয়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করার আদেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর ফলে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে জামায়াতের আইনি লড়াইয়ের পথ নতুন করে উন্মোচিত হলো বলে জানিয়েছিলেন আইনজীবীরা। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

হাসিনা ও জয়ের বিরুদ্ধে

সহায়তায়কারী হিসেবে শেখ হাসিনাকেও আসামি করা হয়েছে। আসামি হিসেবে এ মামলায় আরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গৃহায়ন ও রাজউকের কর্মকর্তাসহ মোট ১৫ জনকে। আর শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করে দায়েরকৃত মামলায় গৃহায়ন ও রাজউকের কর্মকর্তাসহ মোট ৮ জনকে আসামি করা হয়েছে।

বন্ধ টিসিবি কার্ড অনতিবিলম্বে

করা যাবে না। কিন্তু, আমরা তো আপনাকে (ড. ইউনুস) জিজ্ঞেস করতেই পারি, কোন যুক্তিতে আপনি টিসিবি'র ট্রাকের পণ্য বন্ধ করে দিয়েছেন। এক কোটি পরিবারকে আপনি যদি কার্ড দিয়ে থাকেন, তাহলে ৪৪ লাখ কার্ড কোন যুক্তিতে আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন? আপনি পরিবারের যে কার্ডগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা করার কোনো দরকার ছিল না। ভ্যাট-ট্যাক্স, টিসিবির কার্ডে দরিদ্র মানুষের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করা, যেটা বন্ধ করেছেন সেটা অবিলম্বে চালু করতে হবে। তিনি আরও বলেন, একটা পত্রিকা লিখেছে, এবার ইন্ডিয়া শিশু খাদ্যে পর্যন্ত রেহাই দিলো না। শিশুদের খাদ্য ভ্যাট-ট্যাক্স বসেছে। এগুলো মগের মুল্লুক নাকি! উনি (ড. ইউনুস) অনেক বড় অর্থনীতিবিদ বলে, নোবেল বিজয়ী বলে ইচ্ছে মতো ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়িয়ে দিতে পারবেন! দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে বলেন, জিনিসপত্রের দাম কমানোর ব্যাপারে এই সরকারের কোনো উদ্যোগ আমরা দেখিনি। পাঁচ মাসে এসরকারের কোনো সাফল্য নেই। অর্থনীতিতে যিনি নোবেল পেয়েছেন, তিনি অর্থনৈতিক কোনো গতি দিতে পারেননি। ড. ইউনুসকে খুবই সম্মান করি। কিন্তু যেটা বাস্তব সেটা বলতে হবে। ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে মাহমুদুর রহমান আরও বলেন, আপনি মেট্রো লেভেলে বড় কাজ করেছেন, তা তো নয়। আপনি ক্ষুদ্র ঋণের উপরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আপনি শান্তিতে পেয়েছেন। কিন্তু, এখন দ্রব্য-মূল্যের কারণে গরীব মানুষের মধ্যে শান্তি বিরাজ করে না। যে কারণে ড. কারণে নোবেল পেয়েছেন, সেটি এখন নস্যাৎ হয়ে গেছে। সেই কাজ এখন মানুষের কোনো কল্যাণে আসছে না। দেশকে আমরা ভালোবাসি। আপনি (ড.ইউনুস) কেন জিনিসের দাম কমাতে পারেননা, সেটা বলতে হবে। আইনশৃঙ্খলা কেন ঠিক করতে পারছেননা। কেন পাঁচ মাসে কোনো গুণগত পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেটা জানতে চাই, জানাতে হবে। নাগরিক সমাবেশে বিএনপি চেয়াপারসনের উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম বলেন, নির্বাচনের জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে। নির্বাচন দরকার। নির্বাচিত সরকার দরকার। অনির্বাচিত সরকার বেশিদিন থাকতে পারে না। আগামীতে আমরা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছি। এসরকারকে আমরা ক্ষমতায় নিয়ে এসেছি। আমরা চাই এসরকার সফল হোক। দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদের সভাপতিত্বে নাগরিক সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, জাগফা সহসভাপতি রাশেদ প্রধানসহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন অভিমুখে

সমাপনী বক্তব্যে ছাত্রজোটের আহ্বায়ক সালমান সিদ্দিকী বলেন, ৫ আগস্টের পর জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গণহত্যাকারীদের গ্রেপ্তার না করে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সরাসরি জড়িত ওবায়দুল কাদেরসহ অনেককে আমরা পালিয়ে যেতে দেখেছি। শেখ হাসিনাসহ পালিয়ে যাওয়া সবাইকে ফিরিয়ে এনে গণহত্যার বিচার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আন্দোলনের পরে উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির আস্ফালন আমরা দেখতে পাচ্ছি। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা ভেবেছিলাম, সরকার মানুষের ভাতের রাজনীতি করবে। কিন্তু তারা অন্যায্য ভ্যাট আরোপ করছে। আমরা অবিলম্বে তা প্রত্যাহার চাই। বাম ছাত্রজোটের পাঁচ দফা দাবি হলোড় ১. জুলাই গণহত্যার বিচার, শহীদ পরিবারগুলোকে আর্থিক সহযোগিতা, আহতদের সুচিকিৎসা-পুনর্বাসন নিশ্চিত কর। ২. সিন্ডিকেট ভেঙে দাও, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করো, বর্ধিত ভ্যাট প্রত্যাহার করো। ৩. শ্রমিক হত্যার বিচার করো, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নাও। ৪. ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী দেশগুলোর সঙ্গে করা দেশবিরোধী সব চুক্তি প্রকাশ ও বাতিল করো। ৫. পাহাড় থেকে সেনাশাসন প্রত্যাহার করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করো।

শাটডাউনে স্থবির জগন্নাথ

দেখা যায় ক্যাম্পাসে। তবে শিক্ষকদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে উন্মুক্ত লাইব্রেরিতেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখা গেছে। এরআগে গত রোববার তিন দাবিতে অনশনে বসেন শিক্ষার্থীর। পরে গত সোমবার সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা। সবশেষ গত সোমবার রাত ৮টা নাগাদ শিক্ষার্থীদের তিনটি দাবির দুটি দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেয় মন্ত্রণালয়। পরে ৩৫ ঘণ্টা পর অনশন প্রত্যাহার করেন শিক্ষার্থীরা। তবে শাটডাউন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। মন্ত্রণালয়ের নোটিশে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ বিভাগের আওতাধীন 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস স্থাপন, ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়েরের সভাপতিত্বে এ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে, প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা; প্রকল্পের কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তর; বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণী ভবন ও হাবিবুর রহমান হল স্টিল স্ট্রাকচারের মাধ্যমে নির্মাণ; আবাসন সমস্যা নিরসন বিষয়ে আলোচনা এবং বিবিধ প্রসঙ্গ। অনশনে অংশ নেওয়া ইসলামি স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মাকসুদুল হক বলেন, 'ভিসি ভবনের মেইন গেটে আমরা তালা দিয়েছি। শুধু মেডিকেল ও কন্ট্রোলার অফিস খোলা। শিক্ষার্থীরা স্বতস্ফূর্তভাবে শাটডাউন কর্মসূচি পালন করছেন। আমরা বুধবার বৈঠকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি। অনশনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের শাখা সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান আকাশ বলেন, বুধবার সভার সিদ্ধান্তের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়া না হলে আবারও কঠোর আন্দোলনে যাবো। শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে ১. সেনাবাহিনীর কাছে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ হস্তান্তরের চুক্তি অনতিবিলম্বে সই করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষ মিটিংয়ের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং ভিজ্যুয়ালভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা অনশনে থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দফতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকার নিয়ে তা প্রকাশ করতে হবে। কয়েক মাস সময় নেওয়ার নাম করে দীর্ঘসূত্রতা করা চলবে না। ২. পুরান ঢাকার বাণী ভবন ও ড. হাবিবুর রহমান হলের স্টিল বেজড ভবনের কাজ দ্রুত শুরু এবং শেষ করতে হবে। ৩. যতদিন পর্যন্ত আবাসন ব্যবস্থা না হয়, ততদিন ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীর আবাসন ভাতা নিশ্চিত করতে হবে।

সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর

কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর আগে এদিন সিতাংশু কুমার (এস কে) সুর চৌধুরীকে আটক করে দুর্নীতি দমক কমিশনের (দুদক) একটি বিশেষ টিম। বিষয়টি নিশ্চিত করেন দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম। পরে বিকেলে এস কে সুরকে আদালতে আনা হয়। এ সময় দুদকের উপপরিচালক নাজমুল হুসাইন তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। তবে আসামিপক্ষের কোনো আইনজীবী তার জামিন চেয়ে আবেদন করেননি। পরে শুনানি শেষে বিচারক সুরকেকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। দুদকের সরকার কৌসুলি (পিপি) মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর গণমাধ্যমকে বলেন, এস কে সুরের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদের তথ্য পেয়েছে দুদক। তাকে দুদকে ডাকা হলে তিনি হাজির হননি। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। তিনি বলেন, এদিন এস কে সুরকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে এস কে সুরের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। মামলায় অন্য আসামিরা হলেন- এসকে সুরের স্ত্রী সুপর্ণা সুর চৌধুরী, মেয়ে নন্দিতা সুর চৌধুরী। ২০২৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রাথমিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনের আলোকে মামলাটি করা হয় বলে জানান দুদকের উপপরিচালক (জনসংযোগ) মো. আকতারুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর থাকাকালে এসকে সুরের বিরুদ্ধে অর্থপাচারে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে। তিনি ডেপুটি গভর্নর থাকাকালে আলোচিত এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার হালদারের (পি কে হালদার) ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় সহযোগিতা করেছেন ও সুবিধা নিয়েছেন। কয়েকজন আসামির জবানবন্দিতে এমন তথ্য উঠে আসে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে এসকে সুরের পরিবারের সব ধরনের লেনদেনের তথ্য চেয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চিঠি দেয় দুদক। আলোচিত পি কে হালদারের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে নাম আসায় ২০২২ সালে এসকে সুরসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দুদক অনুসন্ধান শুরু করে। একই বছরের ২৯ মার্চে এসকে সুরকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (আইএলএফএসএল) থেকে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ লুটপাটের ঘটনায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে ডেপুটি গভর্নরের পদ থেকে অবসরে যান এসকে সুর চৌধুরী। অবসরে যাওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

টিউলিপের মন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বলল

জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের মন্ত্রী পর্যায়ের স্বার্থবিষয়ক স্বাধীন উপদেষ্টার গত সপ্তাহে শুরু হওয়া তদন্ত এবং বাংলাদেশে পৃথক তদন্তের অগ্রগতির আলোকে দুর্নীতিবিরোধী জোটটি এ আহ্বান জানিয়েছে বলে তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে। ইউকে অ্যান্টি-করাপশন কোয়ালিশন বলছে, 'বর্তমানে টিউলিপের স্বার্থের একটি গুরুতর সংঘাত রয়েছে। তিনি যুক্তরাজ্যের অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ প্রয়োগের কাঠামোর দায়িত্বে রয়েছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত সরকারের সঙ্গে তার সরাসরি পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে।' যুক্তরাজ্যের দুর্নীতিবিরোধী জোটটি আরও বলেছে, 'বাংলাদেশের জনগণ এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়েছে যারা ব্যাপকভাবে মানবাধিকারের অপব্যবহার করেছে। সেই শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক চুরি ও দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগও রয়েছে।' 'বাংলাদেশের নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন করা, একটি গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিশ্চিত করা এবং চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার করা যুক্তরাজ্যের একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। কারণ, বাংলাদেশ থেকে চুরি হওয়া এই সম্পদের কিছু অংশ যুক্তরাজ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে।' উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির মন্ত্রী টিউলিপ সিদ্দিকের নানা কেলেঙ্কারির খবর সামনে আনে কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। সম্প্রতি টিউলিপের বিরুদ্ধে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের মিত্রদের কাছ থেকে লন্ডনে বিনামূল্যে ফ্ল্যাট নেওয়াসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। এরইমধ্যে টিউলিপ সিদ্দিককে বরখাস্ত করতে প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের প্রতি আহ্বান জানান প্রধান বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান কেমি ব্যাডেনোচ। এছাড়া সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের কয়েকজন টিউলিপের বিনামূল্যের ফ্ল্যাট পাওয়া নিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে পাবনার রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করার অভিযোগের তদন্তে শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকেরও নাম এসেছে। এ ঘটনায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভা অফিসের ন্যায় ও নৈতিকতা দল।

শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হেলাল ও ইমনকে

ছিনতাইকারীদের ঠিকানা এই দেশে হবে না। পুলিশ তাদের কঠোর হস্তে দমন করবে। রাজধানীসহ বিভিন্ন জায়গায় গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। গেল ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা থেকে ২৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবিপুলিশ। এসময় বন্দুক, বিদেশি পিস্তল, ম্যাগজিন ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।'

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এই অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, 'কোনো অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে আমি ব্যক্তিগতভাবে রক্তচক্ষুকে ভয় পাই না। যতদিন কাজ করব ততদিন দেশ ও জনগণের সেবার মানসে থাকব। অন্যায়ের কাছে কোনোদিন মাথা নত করিনি, ভবিষ্যতেও করব না।' তিনি বলেন, 'আমার হারানোর কিছু নেই। দীর্ঘ ১৮ বছর পুলিশে যে অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছিলাম তা থেকে ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতা আমাদের মুক্ত করেছে। এজন্য ছাত্র-জনতার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। বর্তমান সরকার প্রধান শুধু বাংলাদেশে না বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। তার অধীনে আমরা যেসব পুলিশ কাজ করতে পারছি, এজন্য গর্বিত।'সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিবির সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড সাপোর্ট সেন্টার দক্ষিণের যুগ্ম-কমিশনার সৈয়দ হারুন অর রশীদ, গোয়েন্দা উত্তর বিভাগের যুগ্ম কমিশনার মোহাম্মদ রবিউল হোসেন ভূঁইয়া, তেজগাঁও গোয়েন্দা পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মিজানুর রহমান এবং ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি, মিডিয়া) মোহাম্মদ তালেবুর রহমান।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ছাড়া

মাঝপথে এসেই শতাধিক পণ্য ও সেবার উপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা না করেই মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করায় ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। হঠাৎ এ কর আরোপ এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব দেশের সার্বিক জাতীয় অর্থনীতির উপর প্রচণ্ডভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি আরও বলেন, দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে স্বাভাবিক অবস্থায় এগিয়ে নিতে যে মুহূর্তে সরকার, ব্যবসায়ী সমাজসহ সকলেই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি- সে সময়েই অস্বাভাবিক হারে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার গতিকে থমকে দিবে। জাকির হোসেন বলেন, সব ধরনের রেস্তোরার বিলের উপর ১০ শতাংশ হারে ভ্যাট বৃদ্ধি করার পাশাপাশি দোকান ও সুপার মার্কেটে বিক্রয়ের উপরও ভ্যাট বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেনী সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাছাড়াও আমদানিকৃত ফল, মুঠোফোন সেবা, ইন্টারনেট, টিস্যু, এলপিজি গ্যাস, পোশাক প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন হারে মূসক বাড়ানো হয়েছে। এসময় সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি মো. ওসমান গনি, এফবিসিসিআই এর সদস্য আতিকুর রহমান প্রমুখ।

বিচারকের অভাবে আপিল বিভাগে

সালে আপিল বিভাগে সর্বোচ্চ ১১ জন বিচারপতি দায়িত্বরত ছিলেন। প্রধান বিচারপতির পরামর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন সময়ে বিচারপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে সংবিধানের ৯৪ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের্রর আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগ দেন। সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদে লেখা আছে, 'প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনবোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হইবে।' সংবিধানে ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিচারপতি পদে থাকার বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের মুখপাত্র ও স্পেশাল অফিসার মোয়াজ্জেম হোছাইন জানান, বর্তমানে আপিল বিভাগে পাঁচজন বিচারপতি রয়েছেন। তাই আপাতত একটি বেঞ্চে এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

এস আলম পরিবারের ৬৮ ব্যাংক

ওপর নির্মিত ফ্ল্যাট, গুলশান ২ এর প্লট দশমিক ৭৮৮৮ একর জমি। উত্তরা আবাসিক এলাকায় ৭ তলা ভবন, ভাটারাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ১০৩ দশমিক ০৩ কাঠা জমির প্লট, এক দশমিক ৭২০০ একর জমি, ৯৬ কাঠার জমি, ১ দশমিক ৯৫৩৬ একর জমি, ১১ দশমিক ১০৬১ বিঘা, ১৩১ দশমিক ০৪ কাঠা জমি।

ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পগুলোতে বিরাজ

ধীরগতিতে চলছে। ওসব প্রকল্প বাস্তবায়নে তিন লাখ ১৩ হাজার ৫২০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এর মধ্যে বৈদেশিক ঋণ রয়েছে দুই লাখ আট হাজার ৭৮২ কোটি টাকা। বাকি দুই লাখ ৮৪ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় করা হচ্ছে। শুরু থেকে গত নভেম্বর পর্যন্ত গড় ভৌত অগ্রগতি ৯০.৯৪ শতাংশ। প্রকল্পগুলোর আওতায় খরচ হয়েছে মোট বরাদ্দের ৭৮.১৬ শতাংশ অর্থ। সাত প্রকল্পের মধ্যে কয়েকটির কাজ শেষ হওয়ার পথে। বাকিগুলোও বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। তবে তার মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। সূত্র আরো জানায়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রতি মাসে ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত মেগাপ্রকল্পগুলো পরিদর্শন করে অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করে। আর ওই প্রতিবেদনের ওপর মনিটরিং কমিটির বৈঠক হতো। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর থেকে আইএমইডি প্রতিবেদন তৈরি করলেও মনিটরিং কমিটির কোনো বৈঠক হচ্ছে না। এতে তদারকি কমার পাশাপাশি কমেছে অর্থছাড়। তাতে প্রকল্পগুলো আগের গতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। এ নিয়ে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে তেমন তাড়া দেখা যাচ্ছে না। ফলে তুলনামূলকভাবে কমে গেছে ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার। এদিকে ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত আটটি প্রকল্পের মধ্যে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। চলমান সাতটি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মেট্রো রেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রামপাল মৈত্রী বিদ্যুৎ প্রকল্প, মহেশখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ এবং দোহাজারী-রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু-মায়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গল লাইন ডুয়াল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্প। তার মধ্যে চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে ৯৯.৫০ শতাংশ, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের দোহাজারী-কক্সবাজার-ঘুমধুম রেলপথের কাজ শেষ হয়েছে ৯৮.৮০ শতাংশ। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দরের কাজ শেষ ৯৩.২২ শতাংশ, মেট্রো রেল লাইন-৬-এর কাজ হয়েছে ৯০ শতাংশ, মহেশখালী-মাতারবাড়ীর কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ এগিয়েছে ৯০.৪০ শতাংশ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতি দাঁড়িয়েছে ৬৭.৮১ শতাংশ। তবে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর মেগাপ্রকল্পগুলো মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় একটি রেল প্রকল্প বাদ দেয়া হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের 'দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু থেকে মায়ানমারের কাছে ঘুমধুম পর্যন্ত সিঙ্গল লাইন ডুয়াল গেজ ট্র্য

সম্পাদকীয়

অস্বাস্থ্যকর ঢাকার বাতাস অধিক সতর্ক হোন

রাজধানীতে এখন বুকভরে নির্মল বাতাস নেওয়ার উপায় আর নেই। ঢাকা বিশ্বের অন্যতম দূষিত শহর। আমরা যারা ঢাকায় থাকি বা ঢাকার বাতাসে নিশ্বাস নেই তাদের জন্য এটা নতুন কোনো খবর নয়। ভৌগোলিক কারণে প্রতিবছর শীতের সময় ঢাকার বায়ুদূষণ অনেকাংশেই বেড়ে যায়। স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফিয়ারিক পলিউশন স্টাডিজের ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পরিচালিত এই সমীক্ষায় দেখে গেছে, এ সময়ে ঢাকার গড় একিউআই স্কোর ছিল ২১৯। যখন কণা দূষণের একিউআই মান ৫০ থেকে ১০০ এর মধ্যে থাকে তখন বায়ুর গুণমানকে "মাঝারি" বলে বিবেচনা করা হয়। একিউআই সূচক ১০১ থেকে ১৫০ এর মধ্যে হলে "সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এসময় সাধারণত সংবেদনশীল ব্যক্তিদের দীর্ঘসময় ধরে বাইরে পরিশ্রম না করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৫১ থেকে ২০০ এর মধ্যে হলে "অস্বাস্থ্যকর" হিসেবে বিবেচিত হয়, ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে হলে "খুব অস্বাস্থ্যকর" বলে মনে করা হয়। এছাড়া ৩০১ এর বেশি হলে "বিপজ্জনক" হিসেবে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। একটি শহরের গ্রহণযোগ্য একিউআই স্কোর ০-৫০ এবং এ ক্ষেত্রে ঢাকার স্কোর ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় বায়ু দূষণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩০ শতাংশ দূষণ হয় অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে রাস্তা কাটা ও নির্মাণ কাজের কারণে। এরপর ইটভাটা ও কলকারখানার ধোঁয়ায় ২৯ শতাংশ এবং যানবাহনের কালো ধোঁয়ার কারণে ১৫ শতাংশ বায়ু দূষণ হয়েছে। কীভাবে আমরা নিজেদের এই ভয়ংকর অবস্থায় নিয়ে গেছি, তা কল্পনারও বাইরে। আরও ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে, এই অবস্থাটা আমরা মেনে নিয়েছি। বছরের পর বছর ঢাকার একিউআই মানের অবনতি হওয়া সত্ত্বেও আমরা বায়ু দূষণ রোধ এবং এর কারণগুলো বন্ধ করতে তেমন কিছুই করিনি। ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, যখন বাতাসের মান ঢাকার মতো এমন খারাপ অবস্থায় পৌঁছায়, তখন পরিবেশ অধিদপ্তরের অবশ্যই স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে গণসতর্কতা জারি করার কথা। কিন্তু এমন কোনো সতর্কতা তারা এখনো জারি করেনি ও এতে তাদের অবহেলার ইঙ্গিত পাওয়া যায় উল্লেখ করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বিষয়টিকে সামনে এনেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বায়ু দূষণের কারণে প্রতি বছর শুধু ঢাকাতেই ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ এবং সারা দেশে ১ লাখ ৫৩ হাজার মানুষ মারা যায়। বিষয়টিকে হলকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বিষয়টিকে জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে সে অনুযায়ী এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণ মানুষের ভিতরেও আরও বেশি সচেতনতা আনা জরুরি।

> ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, যখন বাতাসের মান ঢাকার মতো এমন খারাপ অবস্থায় পৌঁছায়, তখন পরিবেশ অধিদপ্তরের অবশ্যই স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে গণসতর্কতা জারি করার কথা। কিন্তু এমন কোনো সতর্কতা তারা এখনো জারি করেনি ও এতে তাদের অবহেলার ইঙ্গিত পাওয়া যায় উল্লেখ করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বিষয়টিকে সামনে এনেছে

পরিযায়ী পাখি রক্ষায় ব্যবস্থা নিন

গত প্রায় দুই দশক ধরে দেশে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের উপস্থিতি বেশ কমে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে পাখির অনেক অভয়াশ্রম ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রতি বছরই শীত মৌসুমে সুনামগঞ্জ জেলার রামসার সাইট খ্যাত বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আসে। সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গুয়ারসহ অন্যান্য হাওর-বিলে এ পাখির আগমন ঘটে। পাখি বিশেষজ্ঞরা টাঙ্গুয়ার হাওরে দুই শতাধিক প্রজাতির পাখির সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু দিনে দিনে তা কমছে। এ নিয়ে সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি সংরক্ষণবিষয়ক সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক জোটের বিভিন্ন সময়ের জরিপে দেখা গেছে টাঙ্গুয়ার হাওরে পরিযায়ী পাখি আসা আগের তুলনায় কমে গেছে। ২০১৫ সালের এক জরিপে ৫২ হাজার ২৯৯টি পাখি গণনা করা হয়। ২০২২ সালে পাওয়া যায় ২৭ হাজার ১৭০টি। জানা যায়, পর্যটকদের ইঞ্জিনচালিত হাউস বোটসহ শত শত নৌকা, পর্যটকদের বিভিন্ন ধরনে উৎপাত যেমন ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের থালা পলিথিন প্যাকেট ও সংরক্ষিত এলাকায় উচ্চ শব্দে মাইক বাজানোয় পরিবেশ ও প্রাণ-প্রকৃতির ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া একশ্রেণীর অসাধু লোক পাখি শিকার করে। নলখাগড়া, চাইল্যাবন, হিজল, কড়চ গাছের ডালপালাসহ বন-জঙ্গল অবাধে কেটে উজাড় করছে। প্রতি বছরই পরিযায়ী পাখিনিধনের কথা শোনা যায়। কিন্তু প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। লোকদেখানো যেসব ব্যবস্থা নেয়া হয়, তা পরিযায়ী পাখি রক্ষার জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়নি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে পরিযায়ী পাখিরা যেসব স্থানে এসে বসবাস করে সেসব এলাকাগুলো চিহ্নিত করে ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের ধারা ১৩ ও ২২ অনুযায়ী অভয়ারণ্য ও বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করতে হবে এবং ধারা ৩১ অনুযায়ী বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট করতে হবে এবং প্রত্যেক ইউনিটে ধারা ৫ অনুযায়ী ওয়ার্ডে নিয়োগ করতে হবে। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোর নজরদারি জারি রাখতে হবে। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট প্রশাসন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

কর্মসংস্থান ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত হোক

কর্মক্ষম ব্যক্তি বিশেষত তরুণরা উৎপাদনশীল কাজ করতে চায়, যে কাজের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি হবে। সেইসাথে কর্মনিয়োজনের একটি স্বীকৃতিও থাকতে হবে। সুতরাং এই মুহূর্তে নতুন সরকারকে দেশে স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টার সাথে সাথে সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সেই পথে অর্থনীতি ও উন্নয়ন এমনভাবে এগোতে হবে যে বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা যেন স্পষ্ট হয়। যত দ্রুত এগুলো মনোযোগ পায় তত মঙ্গল। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে যেসব অর্জন হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে এই অনুধাবন যে বৈষম্য দূর করা আর দেশের সবাইকে উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখনই এই পথ পুরো নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এই কৌশল প্রণয়ন চলতে থাকার সময়টুকুতেও কিছু পরীক্ষামূলক কার্যক্রম, উদ্যোগ তৈরির প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া যায়। সব কর্মক্ষম ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য কাজ করতে না পারলে ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাহীনদের মধ্যে দূরত্ব তৈরী হয়। তখন মনে হয় দেশটা ওদের। এই "ওদের" নামে যে অন্যপক্ষ তারা উন্নয়নের নামে কিছু সুবিধাভোগী তৈরি করে ও তাদের সমর্থন আদায় করে। এভাবেই বিগত দশ পনোরো বছরে দেশে বৈষম্যের পাহাড় গড়ে উঠেছে। তাতে শিল্প-কৃষি-সেবা খাতে যেসব সম্ভাবনা বিকশিত হতে পারতো, তা হারিয়ে গিয়েছে। একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো সে দেশের জনগণের সঠিক কর্মসংস্থান। আর আমরা কর্মসংস্থান বলতে বুঝি 'পরিশ্রমের বা কাজের বিনিময়ে টাকা'। একজন কর্মচারী এবং একজন নিয়োগকর্তার একটি প্রচেষ্টা বা কোনো ব্যক্তির ব্যবসা বা উদ্যোগ শ্রম ও দক্ষতার স্বরূপ অবদান রাখে এবং একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে নিয়োগ দেওয়া হয়। দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি থাকে, একপক্ষ কাজ করবে এবং অন্যপক্ষ বিনিময় মূল্য দেবে। কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যই অর্থ সংগ্রহ। এছাড়া এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কাজ করার ইচ্ছে, কাজ সংগ্রহের প্রচেষ্টা এবং কাজ সম্পাদন করা। কর্মসংস্থান' শব্দটি প্রতিটি জীবনের সঙ্গে এবং জীবনের প্রতিটি বাঁকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুষ্ঠু কর্মসংস্থানের জন্য একটি দেশে সবার আগে প্রয়োজন শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি।

> দেশের উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো সে দেশের জনগণের সঠিক কর্মসংস্থান। আর আমরা কর্মসংস্থান বলতে বুঝি 'পরিশ্রমের বা কাজের বিনিময়ে টাকা'। একজন কর্মচারী এবং একজন নিয়োগকর্তার একটি প্রচেষ্টা বা কোনো ব্যক্তির ব্যবসা বা উদ্যোগ শ্রম ও দক্ষতার স্বরূপ অবদান রাখে এবং একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে নিয়োগ দেওয়া হয়

পরিবেশ সুরক্ষায় সার্কুলার ইকোনমি

অমৃত চিছাম

বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ১১ জুলাই জাতিসংঘ প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জনসংখ্যা সম্ভাবনা-২০২৪' প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮২০ কোটি। আসামি ৬০ বছরে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। ২০৮৪ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১ হাজার ৩০ কোটি। আর শতক শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যা নেমে আসবে ১ হাজার ২০ কোটিতে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর সব দেশকে নানা ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে হবে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, যা আমাদের জন্য সত্যি উদ্বেগের বিষয়। এই প্রেক্ষাপটে, সার্কুলার ইকোনমি একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি প্রথাগত লিনিয়ার ইকোনমির (উৎপাদন-ব্যবহার-নিক্ষেপ) বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় কমিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০১০ সাল থেকে সার্কুলার ইকোনমি একটি গ্লোবাল মডেল হিসেবে কাজ করছে। এটি পরিবেশ সুরক্ষা, কার্বন নিঃসরণ কমানো, এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য কার্যকরী হিসেবে স্বীকৃত। সার্কুলার ইকোনমির মূল উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বর্জ্য নির্মূল করা। বর্জ্যরে পুনঃব্যবহার এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং ল্যান্ডফিল থেকে বর্জ্যরে চাপ কমায়। প্রথাগত লিনিয়ার ইকোনমি পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত। তবে সার্কুলার ইকোনমি সম্পদ পুনর্ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সার্কুলার ইকোনমি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে সহায়তা করে, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সার্কুলার ইকোনমি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভোক্তাদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব আচরণ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বর্জ্য পানিতে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে সার্কুলার ইকোনমি জলদূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কাঁচামাল সংগ্রহের সময় প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান ধ্বংস হয়। পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তির ব্যবহারে বনভূমি, জলাশয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সহজ হয়। পণ্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস করে সার্কুলার ইকোনমি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, বিশেষত পুনর্ব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত খাতে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর প্রায় ১০০ বিলিয়ন টন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে মাত্র ৮.৬% পুনঃব্যবহার করা হয় (সার্কুলারিটি গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৩)। লিনিয়ার অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণের প্রায় ৪৫% জন্য দায়ী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সার্কুলার ইকোনমিকে তাদের পরিবেশ নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে। ইইউ-এর সার্কুলার ইকোনমি অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পুনঃব্যবহারের হার দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক প্যাকেজিংয়ের ৫০% পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করা। চীন তাদের জাতীয় সার্কুলার ইকোনমি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের হার প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করেছে। নেদারল্যান্ডস ২০৫০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ সার্কুলার ইকোনমিতে রূপান্তরের লক্ষ্য। জাপান ২০১৫ সাল থেকে রিসাইক্লিংয়ের হার প্রায় ২০% বৃদ্ধি করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সার্কুলার ইকোনমি বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার প্রায় ২৮% হ্রাস করতে পারে, যা বৈশ্বিক জিডিপিতে প্রায় ৪.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সংযোজন করতে পারে। বাংলাদেশে প্রতি বছর উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য প্রায় ২৭.৪ মিলিয়ন টন। এর মধ্যে শুধু ৫-১০% পুনঃব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে প্লাস্টিক, ই-বর্জ্য, এবং টেক্সটাইল বর্জ্যরে পুনঃব্যবহার হার অত্যন্ত কম। বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাকশিল্প রপ্তানিকারক দেশ। প্রতি বছর প্রায় ৪ লাখ টন বর্জ্য কাপড় পুনঃব্যবহার না করেই ফেলে দেয়া হয়। সার্কুলার ইকোনমির মাধ্যমে এই বর্জ্য পুনঃব্যবহার করলে বছরে ৮০ কোটি মার্কিন ডলার সাশ্রয় সম্ভব। প্রতি বছর ১০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে মাত্র ৪০% পুনঃব্যবহার করা হয়। ল্যান্ডফিল এবং নদীতে পতিত প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশ এবং প্রাণিকুলের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী ইলেক্ট্রনিক বর্জ্যরে পুনঃব্যবহারে জোর দেয়া হয়েছে। প্লাস্টিক পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত বাড়ানোর লক্ষ্যে ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। টেক্সটাইল, প্লাস্টিক এবং কৃষি বর্জ্য পুনঃব্যবহার করে বছরে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় করা সম্ভব। নদীদূষণ এবং কার্বন নিঃসরণ প্রায় ২০-২৫% হ্রাস সম্ভব। সার্কুলার ইকোনমি বিশেষভাবে, এসডিজি ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, এবং ১৫ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ এটি টেকসই উন্নয়নের একটি কেন্দ্রবিন্দু, যা পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সার্কুলার ইকোনমির আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি– ইউরোপীয় ইউনিয়ন Circular Economy Action Plan (২০২০): সার্কুলার ইকোনমি নীতি বাস্তবায়নের একটি ব্যাপক কাঠামো। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নির্দেশিকা। একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার কমানোর উদ্যোগ।

চীন: Circular Economy Promotion Lwa (২০০৯): টেকসই উন্নয়ন এবং সম্পদ পুনর্ব্যবহারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। জাপান: Basic Act for Establishing a Sound Material-Cycle Society (২০০০): পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা। ভারত: E-Waste Management Rules (২০১৬): ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব। Plastic Waste Management Rules (২০১৬): প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস ও পুনঃব্যবহার। বাংলাদেশের আইন ও নীতিমালা: পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন। প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা নীতি: একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক হ্রাসে পদক্ষেপ। সার্কুলার ইকোনমি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ– আইন ও নীতিমালার অভাব বা দুর্বলতা, পুনর্ব্যবহারের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, জনসচেতনতার অভাব, বেসরকারি খাতের সীমিত অংশগ্রহণ। সার্কুলার ইকোনমি পরিবেশ সুরক্ষায় একটি টেকসই ও কার্যকর মডেল, যা আমাদের লিনিয়ার ইকোনমির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার পথ দেখায়। বর্তমান বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং বর্জ্য সমস্যা এক চরম সংকট সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থায়, সার্কুলার ইকোনমি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, পুনঃব্যবহারকে উৎসাহিত করে, এবং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরিত করার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই মডেল শুধু পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখে না, বরং অর্থনীতিকেও আরও টেকসই করে তোলে। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ভোক্তাদের ব্যবহারের পদ্ধতি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে সচেতনতা ও উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরি হয়। এটি নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সার্কুলার ইকোনমি বাস্তবায়নের জন্য সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শিক্ষা ও সচেতনতার মাধ্যমে মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে টেকসই পণ্য ব্যবহারে। পাশাপাশি, পরিবেশবান্ধব নীতিমালা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, এবং পুনর্ব্যবহারের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এই মডেল কার্যকর করা সম্ভব। পরিবেশ, অর্থনীতি, এবং সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে সার্কুলার ইকোনমি একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। এই মডেলের সফল বাস্তবায়ন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

> ১১ জুলাই জাতিসংঘ প্রকাশিত 'বৈশ্বিক জনসংখ্যা সম্ভাবনা-২০২৪' প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ৮২০ কোটি। আসামি ৬০ বছরে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। ২০৮৪ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১ হাজার ৩০ কোটি। আর শতক শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যা নেমে আসবে ১ হাজার ২০ কোটিতে। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর সব দেশকে নানা ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হতে হবে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, যা আমাদের জন্য সত্যি উদ্বেগের বিষয়। এই প্রেক্ষাপটে, সার্কুলার ইকোনমি একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি প্রথাগত লিনিয়ার ইকোনমির (উৎপাদন-ব্যবহার-নিক্ষেপ) বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় কমিয়ে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০১০ সাল থেকে সার্কুলার ইকোনমি একটি গ্লোবাল মডেল হিসেবে কাজ করছে। এটি পরিবেশ সুরক্ষা, কার্বন নিঃসরণ কমানো, এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের জন্য কার্যকরী হিসেবে স্বীকৃত। সার্কুলার ইকোনমির মূল উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বর্জ্য নির্মূল করা। বর্জ্যরে পুনঃব্যবহার এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং ল্যান্ডফিল থেকে বর্জ্যরে চাপ কমায়। প্রথাগত লিনিয়ার ইকোনমি পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত। তবে সার্কুলার ইকোনমি সম্পদ পুনর্ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্য এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সার্কুলার ইকোনমি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে সহায়তা করে, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সার্কুলার ইকোনমি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ভোক্তাদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব আচরণ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বর্জ্য পানিতে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে সার্কুলার ইকোনমি জলদূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কাঁচামাল সংগ্রহের সময় প্রাকৃতিক বাস্তুসংস্থান ধ্বংস হয়। পুনঃব্যবহার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত প্রযুক্তির ব্যবহারে বনভূমি, জলাশয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সহজ হয়। পণ্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস করে সার্কুলার ইকোনমি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে

বিভাজিত তাবলিগ জামাতের দ্বন্দ্ব

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪। ভোরবেলায় গাজীপুরের টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে মাওলানা জুবায়ের ও মাওলানা সা'দ কান্ধলভীর অনুসারীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে এবং এই সংঘর্ষে নিহত হন ৪ জন, আহত শতাধিক। মাওলানা সা'দপন্থিদের জোড় ইজতেমা ঠেকাতে মাওলানা মামুনুল হক ইজতেমা মাঠে অবস্থানের ঘোষণা দিলে ইজতেমা মাঠে দলে দলে প্রবেশ করতে থাকেন জুবায়ের অনুসারীরা। সংঘর্ষের পর যে মামুনুল হক সা'দপন্থিদের সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যায়িত করে নিষিদ্ধ করার দাবি করছেন, সেই মামুনুল হক সংঘর্ষের আগে সা'দপন্থিদের ইজতেমা ময়দানে প্রবেশ বন্ধ করতে প্রয়োজনে তুরাগ নদী রক্তে লাল করে দেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। মামুনুল হকের এমন হুঙ্কারে দুইপক্ষের সংঘর্ষ শুধু ইজতেমার মাঠেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ঢাকা শহরের বহু এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। রোগী নিয়ে আসা এক সা'দপন্থিকে হাসপাতাল থেকে ধরে এনে প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত লোকের সম্মুখে জোর করে সিএনজিতে তুলতে দেখা গেল জুবায়েরপন্থিদের। জনগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে সন্ত্রাসীরা জানালো যে, কাকরাইল মসজিদে তার বিচার হবে। এমন দৃশ্য সিনেমায় দেখা গেলেও বাস্তবে ড্রাগ-কার্টেল কবলিত কলম্বিয়াও মাঝে মাঝে দেখা যায়। মূলত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সুন্নি মুসলমানদের বৃহত্তম সংগঠন তাবলিগ জামাত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ২০১৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গী ইজতেমার ময়দানে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে নিহত হয় দুজন ও আহত শতাধিক। মাওলানা জুবায়েরপন্থিদের সঙ্গে মাওলানা সা'দপন্থিদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আগে-পরে দুপক্ষের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুনে মনে হতে পারে, ইজতেমার মাঠ তাদের অবাধে ছেড়ে দেওয়া হলে সেই মাঠকে যুদ্ধের ময়দান বানাতে তাদের বেশি সময় লাগবে না। ইজতেমার মাঠে শীর্ষ আলেমদের বয়ান হচ্ছে– 'ইসলাম শান্তির ধর্ম', অথচ বাস্তবে কী দেখা যায়– বাস্তবে তারাই অশান্তির মূল হোতা। শান্ত-নিরীহ প্রকৃতির তাবলিগের আলেমরাও যে প্রয়োজনে হিংস্র হয়ে ওঠতে পারে তার নমুনা কয়েক দিন ধরে জনগণ অবলোকন করছে। মুমিনের হত্যাকারী জাহান্নামি- কোরআনের এই অমোঘ বাণী তাদের কাছে তাৎপর্যহীন। ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ লেগেই আছে। ওয়াজে এক আলেম আরেক আলেমকে 'কাফের', 'মুনাফেক', 'বাটপার' ইত্যাদি বলে ক্ষান্ত থাকে না, পায়ের জুতা প্রদর্শন করে পেটানোর হুমকি দেয়। ১৯২০ সালের দিকে তাবলিগ জামাতের শুরু; মাওলানা সা'দের দাদা এই আন্দোলনের সূচনা করেন। প্রথম দিকে এই সংস্কারবাদী আন্দোলনের আমিরত্ব একজনের ওপর ন্যাস্ত করা করা ছিলো, পরবর্তীতে তা দেয়া হয় একটি শূরা কমিটির ওপর। তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির দুজন ইন্তেকাল করলে কমিটির অবশিষ্ট একমাত্র সদস্য মাওলানা সা'দ তাবলিগ জামাতের আমির হিসেবে একক দায়িত্ব নিয়ে নেন। অন্যদিকে মাওলানা জুবায়েরের ছেলেও আমির হওয়ার দাবি করে বসেন। এভাবে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের আরেকটি কারণ হচ্ছে মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াসের নাতি মাওলানা সা'দ কান্ধলভির ইসলাম সম্পর্কে কিছু বক্তব্য। মাওলানা সা'দের যেসব ফতোয়া বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তার একটি হচ্ছে– 'বিনিময় নিয়ে কোরআনে কারিম পড়ানো নোংরা নারীর (বেশ্যা) বিনিময়ের মতো। নোংরা নার

শিক্ষার্থীর মৃত্যু ঘিরে চীনে সহিংস বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনের উরুং-পশ্চিমের একটি শহরে এক কিশোরের মৃত্যুর ঘটনায় দেশটিতে সহিংস বিক্ষোভের সূত্রপাত হয়েছে। স্যাটেলাইটের ভিডিওর মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিবিসি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, শানসি প্রদেশের পুচেং শহরে কিছু বিক্ষোভকারী পুলিশকে লক্ষ্য করে নানা কিছু ছুড়ে মারছে। এ সময় অফিসারদের কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে মারধর করতেও দেখা যায়। কর্তৃপক্ষ বলছে, ওই কিশোর গত ২ জানুয়ারি তার স্কুলের ছাত্রাবাসে এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তবে তার মৃত্যুর পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ উঠতে থাকে যে, ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ওই কিশোরের মৃত্যুর পরপরই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং তখনকিনি ধরে তা চলতে থাকে, তবে এই সপ্তাহের শুরুতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। বিবিসি এরপর থেকে পুচেং-এ আর কোনো বিক্ষোভের প্রমাণ পায়নি। চীনের জন্য প্রকাশ্যে বিক্ষোভ নতুন কিছু নয়। তবে ২০২২ সালে কোভিড নীতির বিরুদ্ধে হওয়া বোয়াইট পেপার বিক্ষোভের পর থেকে কর্তৃপক্ষ এ ধরনের বিক্ষোভের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। কারণ সেগুলোতে টানা কমিউনিস্ট পার্টি এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সমালোচনা করতে দেখা গিয়েছিল, যা দেশটিতে বিরল। পুচেং-এর বিক্ষোভ নিয়ে নীরব রয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। কর্তৃপক্ষের কাছে সংবেদনশীল মনে হওয়া অন্য যেকোনো ঘটনার মতোই এবারের বিক্ষোভেরও কোনো ভিডিও ভিপিএন এ নিয়ে দেওয়া পোস্ট চীনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে অনেকাংশে সেন্সর করা হয়েছে। তবে চীন থেকে ফাঁস হওয়া বেশ কিছু ভিডিও এক্সে (আগের টুইটার) পোস্ট করা হয়েছে। এই ভিডিওগুলো পুচেং হোকেশনাল এডুকেশন সেন্টারে ধারণ করায় সত্যতা নিশ্চিত করেছে বিবিসি। তবে বিক্ষোভ শুরু হবার আগের কোনো সংস্করণ অনলাইনে পাওয়া যায়নি। বিবিসির পক্ষ থেকে পুচেং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে প্রচার বিভাগের একজন প্রতিনিধি বিক্ষোভের বিষয়টি নাকচ করে দেন। ঘটনাস্থলের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এই সপ্তাহের শুরুতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই কিশোরের পদবি ছিল ডাং। তিনি পুচেং-এর এডুকেশন সেন্টারের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মৃত্যুর আগে রাতের বেলা শিক্ষার্থীদের আড্ডার শব্দে ডাংয়ের ঘুম ভেঙে যায়। এমিকে এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়লে স্কুলের এক কর্মকর্তা সেটি মীমাংসা করে দেন। সেই রাতেই ছাত্রাবাসের নিচে এক শিক্ষার্থী ডাংয়ের মৃতদেহ দেখতে পায়। বিবৃতিতে একে স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ায় ঘটা দুর্ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, পুলিশ তদন্ত এবং ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে ঘটনাটিকে ফৌজদারি মামলার বাইরে রেখেছে। তবে অনলাইনে অভিযোগ উঠছে যে ঘটনাটির পেছনে আরও ঘটনা আছে এবং কর্তৃপক্ষ সত্য গোপন করছে। তথা-প্রমাণহীন একটি অভিযোগে বলা হয়েছে, ডাং আত্মহত্যা করেছে কারণ তার সঙ্গে খারাপ করা হয়েছিল তাকে হয়রানি করেছিল। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া ছড়িয়ে পড়া তার পরিবারের কিছু মন্তব্যে দাবি করা হয়েছে যে ডাংয়ের শরীরে পাওয়া আঘাতের চিহ্নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বর্ণিত ঘটনার মিল নেই আর তাদেরকে অনেকক্ষণ তার মৃতদেহ পরীক্ষা করতে দেয়া হয়নি। এসব অভিযোগ পুচেং-এর অনেক মানুষকে ক্ষুব্ধ করে, যা অন্তত ডজনখানেক মানুষকে নিয়ে হওয়া বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের জন্য বুলিং একটি সংবেদনশীল বিষয় হয়ে উঠেছে। এর আগেও ছাত্রদের মৃত্যুর কিছু ঘটনা বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। গত মাসে চীনের একটি আদালতে সহপাঠীকে হত্যার দায়ে দুই কিশোরকে দীর্ঘ কারাদণ্ড দিয়েছে। সোমবার এক্স (পূর্বে টুইটার) এ পোস্ট করা পুচেং হোকেশনাল এডুকেশন সেন্টারের আরও কিছু ভিডিওর সত্যতা নিশ্চিত করেছে বিবিসি। ভিডিওগুলোতে সাধারণ মানুষকে ওই কিশোরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে দেখা যায়। তারা স্কুলের মূল ফটকে ফুল এবং অন্যান্য অর্ঘ্য রেখে এবং স্কুল ভবনের ছাদ থেকে ব্যাগজের টুকরো ফেলে রীতি অনুযায়ী শোক পালন করে। অন্য ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, বিক্ষোভকারীরা একটি ভবনে ঢুকে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে এবং আমাদের সত্য বলো বলে চিৎকার করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই তরুণ ছিল। যাচাই করা আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, একজন স্কুল কর্মকর্তা চিৎকার করে বিক্ষোভকারীদের মুখোমুখি হলে তারা তাকে ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছে। অন্য ভিডিওতে স্কুল প্রাঙ্গণের ধ্বংসাবশেষ অফিস এবং বিক্ষোভকারীদের স্কুলের প্রবেশপথে স্থাপিত ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার দৃশ্য দেখা যায়। আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কিছু বটা পুলিশদের দিকে বিক্ষোভকারীরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জিনিসগুলো ছুড়ে মারছে আর পুলিশ কর্মকর্তারা কিছু বিক্ষোভকারীকে আটকের পর লাঠি দিয়ে মারধর করছে। এসময় কয়েকজন বিক্ষোভকারীর মাথা এবং মুখ থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। এরপর কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে খুব কম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পুচেং-এ পুলিশের উপস্থিতি অনেক বেশি বেড়েছে এবং সেখানে আর কোনো বিক্ষোভের খবর পাওয়া যায়নি। তথ্যসূত্র: বিবিসি

মক্কায় বন্যার পানিতে ভেসে গেলো গাড়ি, ৪ বন্ধুর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবে নজিরবিহীন ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে রাজধানী রিয়াদ, পবিত্র মক্কা ও মদিনাসহ বিভিন্ন অঞ্চল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাত দিয়ে তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার গালফ নিউজ জানিয়েছে, মক্কায় বন্যার পানিতে গাড়ি ভেসে যাওয়ার পর চার বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। আবদুল্লাহ আল জাহরানি নামে মৃতদের পরিবারের এক আত্মীয় বলেন, মাগরিবের নামাজ আদায় করে চার বন্ধু গাড়িতে করে একটি বিশ্রামাগারে যাচ্ছিলো। কিন্তু মক্কার দক্ষিণে ওয়াদি আরনাতেও তারা বন্যার পানি দেখতে পায়। তারা ভেবেছিল ওই পানির মধ্যে তাদের গাড়ি পার হতে পারবে। কিন্তু ঢেউ অনেক উঁচু থাকায় তাদের গাড়ি ডুবে যায়। আল আরাবিয়া টিভিকে আল জাহরানি বলেন, আমাদের আবহাওয়া কেন্দ্রের সতর্ক বার্তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল। আমরা হয়ত কম পরিমাণে পানি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু সেটি অনেক বিপজ্জনক হতে পারে। বৃষ্টিপাতের সময় মক্কা অঞ্চলে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এর আগে সৌদির সিভিল ডিফেন্স সার্ভিস ও রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, বন্যায় আটকে পড়াদের উদ্ধারের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সেইসঙ্গে বাসিন্দাদের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বিশেষ করে সর্তকর্তা জারি থাকা এলাকায় না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় পাম অয়েলের মজুত কমে ১৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মালয়েশিয়ায় পাম অয়েলের মজুত ডিসেম্বরে টানা তিন মাসের মতো কমেছে। এতে দেশটিতে পাম অয়েলের মজুত ২০২৩ সালের মে মাসের পর কমে সর্বনিম্ন হয়েছে। বন্যার কারণে উৎপাদন কমায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাম অয়েল তেল উৎপাদনকারী দেশ হলো মালয়েশিয়া। এক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া। এক মাস আগের তুলনায় ডিসেম্বরে মালয়েশিয়ায় পাম অয়েলের মজুত ৬ দশমিক ৯১ শতাংশ কমে ১ দশমিক ৭১ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়িয়েছে, যা ১৯ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। একই সময়ে ক্রুড পাম অয়েলের উৎপাদন ৮ দশমিক ৩ শতাংশ কমে ১ দশমিক ৪৯ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২৪ সালের মার্চের পর সর্বনিম্ন।

বন্দি আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে অস্ট্রেলিয়া: জাতিসংঘ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ নাউরুতে একদল আশ্রয়প্রার্থীকে শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়ার পরও তাদের বন্দি করে মানবাধিকার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে দেশটির সরকার। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি এমনটিই বলেছে। কমিটি বলছে, অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির আইনত বাধ্যতামূলক দুটি বিধান লঙ্ঘন করেছে, একটি নির্বিচারে আটকে রাখা এবং অন্যটি তাদের আদালতে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। বৃহস্পতিবারের আদেশের পর শুক্রবার এক বিবৃতিতে কমিটির সদস্য মাহজুব এল হাইবা বলেন, আশ্রয় প্রক্রিয়ায় অন্য রাষ্ট্রে পাঠানোর সময় একটি রাষ্ট্র কারও মানবাধিকারের দায়বদ্ধতা এড়াতে পারে না। জাতিসংঘের নজরদারি সংস্থার কাছে ২৫ জন শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীর আলাদা দুটি রেকর্ড রয়েছে, যারা নাউরুতে বছরের পর বছর নির্বিচারে আটক সহ্য করেছে। ১৮ জন স্বাধীন বিশেষজ্ঞের প্যানেল দেখেছে, অস্ট্রেলিয়া যেসব শরণার্থীদের অধিকার লঙ্ঘন করেছে, তাদের মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্করাও রয়েছে। তারা অপর্যাপ্ত পানি এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এর আগে ২০১৩ সালে ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমার থেকে আসা শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীরা নৌকায় করে অস্ট্রেলিয়ায় পৌছানোর চেষ্টা করে। সে সময়ও তাদের আটক করা হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বলছে, বন্দি অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থীরা ওজন কমা, শারীরিক ক্ষতি হওয়া, কিডনির সমস্যা ও অনিদ্রাসহ নানা রোগশোকে ভোগেন। সেই সঙ্গে প্রায় সব শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। কমিটি অস্ট্রেলিয়াকে শরণার্থীদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সরকার বলেছে, তারা কমিটির মতামত বিবেচনা করছে এবং যথাসময়ে প্রতিক্রিয়া জানাবে। ২০১২ সালে প্রবর্তিত অস্ট্রেলিয়ার কঠোর নীতির অধীনে সরকার হাজার হাজার শরণার্থীকে ওঅফশোর প্রসেসিং কেন্দ্রগুলোতে পাঠিয়েছে।

জাপানে হাতুড়ি নিয়ে হামলা, আহত কমপক্ষে ৮

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাপানের টোকিওর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতুড়ি নিয়ে এক ব্যক্তি হামলা চালিয়েছে। গতকাল শুক্রবার এ ঘটনায় কমপক্ষে আটজন আহত হয়েছেন। জাপানি গণমাধ্যম এই তথ্য জানিয়েছে বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বিকেলে হোসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তামা ক্যাম্পাসে এই হামলা চালানো হয়েছে। জিজি প্রেস জানিয়েছে, এ ঘটনায় ২০ বছরের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সম্প্রচারক এফএনএন জানিয়েছে, আক্রমণকারী ২০ বছরের এক ছাত্রী বলে মনে হচ্ছে, যাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা প্রথমে থামানোর চেষ্টা করছিলেন। বিরল এ ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে এএফপিকে বিস্তারিত কোনো তথ্য নিশ্চিত করতে পারেনি। সরকারি সম্প্রচারক এনএইচকে জানিয়েছে, আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার সীমা পার করা প্রথম বছর ২০২৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রথমবারের মতো প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে ২০২৪ সালে। বিজ্ঞানীরা গতকাল শুক্রবার একথা জানিয়েছেন। ইউরোপীয় জলবায়ু পরিবর্তন পরিষেবা সংস্থা কোপার্নিকাস (সি৩এস) এ তথ্য নিশ্চিত করে জানায়। সংস্থাটি বলেছে, জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর তাপমাত্রাকে এমন এক পর্যায়ে ঠেলে দিচ্ছে, যা আধুনিক যুগের মানুষ এর আগে কখনও দেখেনি। কোপার্নিকাস জানায়, ২০২৪ সালে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগের (১৮৫০-১৯০০ সাল) গড় তাপমাত্রার তুলনায় ১ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। এই তাপমাত্রা ছিল ২০২৩ সালের ০ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে অনেক বেশি। বিশ্বের উষ্ণতম বছরের রেকর্ড রাখা শুরু হওয়ার পর থেকে সবচেয়ে উষ্ণ বছর ছিল ২০২৪। আর গত ১০ বছরের প্রতিটি বছরই সবচেয়ে উষ্ণ বছর হওয়ার রেকর্ড গড়েছে। ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিস জলবায়ু চুক্তির আওতায় বিশ্বের দেশগুলো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়া ঠেকানোর চেষ্টা নিতে একমত হয়েছিল। যাতে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে আরও মারাত্মক সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়া এড়ানো যায়। তবে ২০২৪ সাল ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মানে এই নয় যে, এটি প্যারিস জলবায়ু চুক্তির উষ্ণায়নের ওই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কারণ, বর্তমান সময়ের এই তামপাত্রা বৃদ্ধি ঘটেছে সাময়িকভাবে ১/২ বছরের জন্য। আর প্যারিস জলবায়ু চুক্তির তাপমাত্রা বৃদ্ধির সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী সময়ের জন্য, ২০ বছরব্যাপী গড় তাপমাত্রার হিসাবে। তারপরও ২০২৪ সালে তাপমাত্রা যতটা বেড়েছে এই হারে তা বাড়তে থাকলে বলা যায়, আগামীতে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির নির্ধারিত ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং ২০৩০ সালের মধ্যেই সেটি ঘটতে পারে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা গত ১২ মাসে (২০২৩ সেপ্টেম্বর- অগাস্ট

২০২৪) আগের যে কোনও সময়ের ১২ মাসের তুলনায় ছিল রেকর্ড সর্বোচ্চ। আর ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল ১ দশমিক ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতবছর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ মূলত মানুষের কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউজ গ্যাস বেশি নিঃসরণ করা। এ ধরনের গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ এখনও রেকর্ড পরিমাণ বেশি।

বিনোদন

২০ মিনিটের বাড়তি ফুটেজ যুক্ত হচ্ছে 'পুষ্পা-২'তে

বিনোদন ডেস্ক : আল্লু অর্জুনের অনুরাগীদের চমকে দেওয়া উপহার দিয়েছেন 'পুষ্পা-২' সিনেমার নির্মাতা সুকুমার। সুপার হিট এ সিনেমার সঙ্গে আরও ২০ মিনিটের বাড়তি ফুটেজ যুক্ত করা হচ্ছে। বাড়তি ফুটেজসহ পুরো সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে কবে দেখা যাবে তাও জানানো হয়েছে। এরই মধ্যে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে 'পুষ্পা-২'। পঞ্চম সপ্তাহেও প্রেক্ষাগৃহে আল্লু অর্জুন ও রাশমিকার অভিনয় জাদু দেখছেন দর্শকরা। হিন্দিতে প্রথম ডাবিং করা সিনেমা হিসেবে এরই মধ্যে ৮০০ কোটির ক্লাবে পৌছেছে এটি। আর বিশ্বজুড়ে ১৮০০ কোটির ক্লাবে পৌছে গিয়েছে 'পুষ্পা-২'। 'পুষ্পা-২' সিনেমার নির্মাতা ঘোষণা করেছেন সিনেমাটি রিলোডেড ভার্সন আজ ১১ জানুয়ারি থেকে ভারতের সব প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে। এ চমক জাগানিয়া তথ্য ঘোষণার পরে সিনেমার নির্মাতা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, 'পুষ্পা-২ দ্য রুল' রিলোডেড ভার্সনে অতিরিক্ত ২০ মিনিট ফুটেজসহ প্রেক্ষাগৃহে ১১ জানুয়ারি থেকে দেখা যাবে।

পরিবর্তন হলো কাভিশের কনসার্টের তারিখ

বিনোদন ডেস্ক : প্রথমবারের মতো ঢাকায় পারফর্ম করতে যাচ্ছে পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড কাভিশ। ব্যান্ডদলটি নিয়ে গতকাল শুক্রবার ও আজ শনিবার রাজধানীর সেনা প্রাঙ্গণে 'ঢাকা ড্রিমস: কাভিশ লাইভ ইন কনসার্ট' এর আয়োজনের কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে তারিখ পরিবর্তনের ঘোষণা দেয় আয়োজক প্রতিষ্ঠান ব্লু ব্রিক কমিউনিকেশনস। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, দুই দিনব্যাপী এই কনসার্ট রাজধানীর সেনা প্রাঙ্গণেই আগামী ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সময়ে মনোমুগ্ধকর সুর ও কবিতাময় গানের জন্য পরিচিত পাকিস্তানি ব্যান্ড কাভিশ। 'নিন্দিয়া রে'সহ তাদের একাধিক জনপ্রিয় গান দক্ষিণ এশিয়ার সংগীতাঙ্গনে এক অন্যরকম উচ্চতা এনে দিয়েছে ব্যান্ডটি। ১৯৯৮ সালে জাফর জায়েদি এবং মাআজ মাওদুদ-এর হাত ধরে গঠিত এই ব্যান্ড তাদের সেমি-ক্ল্যাসিকাল স্টাইল ও সমসাময়িক মিউজিকের অনন্য মিশ্রণের জন্য বিখ্যাত। 'ঢাকা ড্রিমস' কনসার্টের টিকিট মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার টাকা। একটি টিকিট দিয়ে একজন দর্শক একদিন কনসার্ট উপভোগ করতে পারবেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রিয়াঙ্কা

বিনোদন ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে লস অ্যাঞ্জেলেসের প্যাসিফিক প্যালিসেডস এলাকা। বিনোদনজগতের রাজধানী হিসেবে পরিচিত লস অ্যাঞ্জেলেসে আগুন এতটাই ছড়িয়েছে যে, নেভানোর জন্য পর্যাপ্ত পানিরও অভাব হচ্ছে। এই দাবানলের কবলে পড়া লাখো মানুষের মধ্যে অভিনয়শিল্পী, সংগীতশিল্পীসহ বেশ কিছু তারকা আছেন। যাদের বাড়িও লেলিহান আগুনে পুড়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত প্যারিস হিলটন, অ্যান্থনি হপকিন্স ও ম্যান্ডি মুরেরা। স্থগিত হয়েছে পুরস্কার অনুষ্ঠান। এ ছাড়া চলতি সপ্তাহের প্রায় সব সিনেমার প্রিমিয়ারও বাতিল করা হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল নিয়ে হলিউডের তারকারা সমাজমাধ্যমেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আগুন নেভানোর জন্য কাজ করছেন দমকলকর্মীরা। তাঁদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন প্রিয়ঙ্কা চোপড়া। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া নিজেও এখন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। বিগত কয়েক বছর ধরেই লস অ্যাঞ্জেলসে নিক জোনাসের সঙ্গে রয়েছেন। হলিউডেও তিনি এখন অতি পরিচিত মুখ। তাই এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইন্সটাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একাধিক স্টোরি শেয়ার করেছেন প্রিয়াঙ্কা। সেখানেই তার প্রার্থনা, 'রাতে যেন আমরা সকলে সুরক্ষিত থাকি।' প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, 'এই দাবানল রুখতে যারা প্রথম থেকে লড়াই করছেন। দিন রাত এক করে যারা কাজ করে চলেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে অনবরত সাহায্য করে চলেছেন, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।' যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে ভয়াবহ দাবানলে ঘরবাড়িসহ সবকিছু পুড়ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগুনে দগ্ধ হয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০ জনে দাঁড়িয়েছে। আগুন ছড়িয়ে পড়ায় একের পর এক পুড়ছে নতুন নতুন এলাকা। এরইমধ্যে দাবানলের কারণে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দাবানলে পুড়ে ছাই হলো সেই ফিলিস্তিন বিদ্বেষী জেমসের বাড়ি

বিনোদন ডেস্ক : 'কোন যুদ্ধবিরতি নয়, ছাড় নয়, ক্ষমা নয়', সঙ্গে হ্যাশট্যাগ 'তাদের সবাইকে মেরে ফেল'। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর এই পোস্ট দিয়েছিলেন হলিউড অভিনেতা জেমস উডস। ফিলিস্তিনকে ইঙ্গিত করেই পোস্টটি দিয়েছিলেন দখলদার ইসরাইলি রাষ্ট্রের এই কট্টর সমর্থক। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে সাম্প্রতিক ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে ছাই হয়েছে জেমস উডসের বিলাসবহুল ম্যানশন। সরকারি নির্দেশনার পর সে বাড়ি ছেড়ে এখন বাস্তুচ্যুত এই দাপুটে অভিনেতা। বাড়ি হারানোর শোকে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের লাইভে কাঁদতে দেখা যায় তাকে। এসময় তিনি বলছিলেন, 'একদিন আপনি (বাড়ির) সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছিলেন, আর পরের দিন দেখলেন সব শেষ।' উডসের সেই কান্নার ভিডিও মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ফিলিস্তিনের সমর্থকরা সেই ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, অন্যের ক্ষতি চাইতে নিজেই নিঃস্ব হয়ে গেলেন এই অভিনেতা। ইরাইলি আগ্রাসনে ফিলিস্তিনিরা নিজেদের ভিটেবাড়ি হারিয়েছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইলের শুরু করা গণহত্যায় এখন পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৪৬ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি।

এবার পর্দায় ডাইনি রূপে জয়া

বিনোদন ডেস্ক : ছোট্ট একটি মেয়ে সুর সাধনা করছে, কিন্তু সেই সুর বেসুরো হওয়ায় একটি কণ্ঠ ভেসে আসে, যেখানে বলা হয়, সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে; এর মধ্যে যদি সুর না আসে, তাহলে মেয়েটিকে বাকি জীবন কাটাতে হবে কসাই ঘরে! এক পর্যায়ে সুরের সাধনা করা ছোট মেয়েটি জানতে পারে, সুরের সন্ধান পেতে হলে তাকে যেতে হবে ডাইনির কাছে। পরে ডাইনির কাছে গিয়েই অভিশাপ কাটে এবং গলায় সুর আসে। আর গল্পের সেই ডাইনি চরিত্রেই হাজির হয়েছেন অভিনেত্রী জয়া আহসান! বিষয়টি খোলাসা করে বললে, সম্প্রতি চরকি অরিজিনাল সিরিজ '২ষ'-এর শেষ পর্ব 'বেসুরা' প্রকাশ পেয়েছে। সিরিজটি নির্মাণ?করেছেন তরুণ?নির্মাতা নুহাশ হুমায়ূন। মা গুলতেকিন খানের সঙ্গে এই সিরিজের গল্পগুলো লিখেছেন নুহাশ। এ সিরিজের শেষ পর্বে দর্শককে চমকে দিতেই ক্যামিও চরিত্রে হাজির হন জয়া। সেখানে মেকআপের গুণে ডাইনি চরিত্রে তাকে বোঝাই ছিল কষ্টসাধ্য। গল্পের প্রয়োজনে শেষভাগে নিজের রূপে ধরা দেন অভিনেত্রী। ডাইনি চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে জয়া আহসান বলেন, 'দর্শকরা সবাই কম-বেশি জানেন, আমি ক্যারেক্টার আর্টিস্ট, ভিন্ন রকম চরিত্র করতে পছন্দ করি। গল্পটাও আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। নুহাশ হুমায়ূন ও গুলতেকিন খান মিলে ভীষণ শক্তিশালী গল্প লিখেছেন। ক্যামিও চরিত্র হিসেবে কাজটি করেছি।' জয়া আহসান ছাড়াও 'বেসুরা' পর্বটিতে অভিনয় করেছেন সুমাইয়া শিমু, ইসলাম উদ্দিন পালাকার, মান্, এরফান মৃধা শিবলু, বাবলু বোস, মাসউদুর রহমানসহ অনেকে। '২ষ' সিরিজের আবহ সংগীত করেছেন অভিষেক ভট্টাচার্য্য এবং বেসুরা পর্বে দুটি গানের সংগীত পরিচালনা করেছেন প্রীতম হাসান।

'নাটক যদি এতই খারাপ জিনিস হয়, তাহলে নাটক দেখা বন্ধ করেন'

বিনোদন ডেস্ক : ছোট-বড় দুই পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা নিলয় আলমগীর। পবিত্র ওমরাহ পালন করতে পরিবার নিয়ে সৌদি আরবে গেছেন অভিনেতা। তা সামাজিক মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন ভক্ত-অনুরাগীদের। তবে অভিনেতার সেই পোস্টে রীতিমতো আসে নানান মন্তব্য। বিশেষ করে, নেটিজেনদের একাংশ অভিনেতাকে নাটক ছেড়ে দিতে বলেন। তার জবাবে গত বৃহস্পতিবার ফেসবুকে আলাদা একটি পোস্ট দেন নিলয় আলমগীর। সেখানে অভিনেতা লেখেন, 'আমার নাটক দেখেই আমাকে চেনেন এবং আমার নাটক দেখেই আমার ভক্ত হয়েছেন। এখন আবার আমাকে বলছেন নাটক ছেড়ে দিতে। কিছুই তো বুঝতেছি না।' নিলয় লেখেন, 'আমি নাটক ছেড়ে দিলেই কি আপনি নাটক দেখা বন্ধ করবেন? সেটা তো করবেন না। অন্য আরেকজনের নাটক ঠিকই দেখবেন। নাটক যদি এতই খারাপ জিনিস হয়, তাহলে সবাই মিলে নাটক দেখা বন্ধ করে দেন, তাহলে নতুন নাটকও হবে না।' বর্তমান সময়ে ছোট পর্দায় নিলয় আলমগীরের প্রভাব বেশি। একটার পর একটা নাটক ভাইরাল, ট্রেন্ডিংয়েও থাকে। তার ক্যারিয়ারও অনেক দিনের। এখন নিয়মিত নাটকে অভিনয় করে যাচ্ছেন নিলয়। কাজের মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যেও বেশ প্রশংসিত এই অভিনেতা। তবে নেটিজেনদের এমন প্রস্তাবে মুখ না খুলে পারলেন না নিলয়। তাই তো সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরালেন। ২০০৯ সালে ফেয়ার অ্যান্ড লা

বাড়ন্ত টমেটোগাছ কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছেন কৃষক মজিদ শেখ। রাজবাড়ী।

ঝালকাঠিতে পারিবারিক সবজিতে আগ্রহ বাড়ছে

ঝালকাঠি প্রতিনিধি : ঝালকাঠিতে গত বছর একাধিক বারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় পারিবারিকভাবে শাক-সবজি ও লতা কৃষিতে আগ্রহ বাড়ছে। বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা কম থাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত শাক-সবজির ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না চাষিরা। চাষ করা শাক-সবজি ও লতা কৃষি নিয়ে এক ধরনের হতাশা প্রকাশ করছেন তারা। ঝালকাঠি সদর উপজেলার গাভারামচন্দ্রপুর ও নবগ্রাম ইউনিয়নের ৩৬ গ্রামে সারাবছরই বিভিন্ন সবজি আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এ ছাড়া জেলার ৪ উপজেলার বাকি ৪৩৫ গ্রামে পেশাদার কৃষিজীবী আছেন অনেক। চাষিদের অর্থকরী ফসল বিভিন্ন সবজি। এ বছরও ব্যাপক সবজির চাষ হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত সবজি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি হয়। কিন্তু বর্তমানে সবজির বাজারদর খুবই কম। উৎপাদিত সবজির কাঙ্ক্ষিত দাম না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন চাষিরা। পরিবহন ও শ্রমিক খরচের টাকাও উঠছে না সবজি বিক্রি করে। ক্রেতা কম থাকায় অধিকাংশ সবজিই নষ্ট হচ্ছে জমিতে। চাষিরা বলছেন, বাজারে দাম নেই। পাইকারি ব্যবসায়ীরাও আসছেন না। জমিতে নষ্ট হচ্ছে বাঁধাকপি ও ফুলকপি। ঝালকাঠির বেশকয়েকটি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাজারে এখন বাঁধাকপি ও ফুলকপিতে ভরা। মাঠে আছে চিচিঙা, করলা, টমেটো, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, আলু, কুমড়া, মিষ্টি কুমড়াসহ পর্যাপ্ত সবজি। সবজির তুলনায় ক্রেতা কম। এতে অধিকাংশ কাঁচামাল নষ্ট হয়ে লোকসানে আছেন বিক্রেতারা। বাগড়ি বাজারের কয়েকজন সবজি বিক্রেতা জানান, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেচাকেনা করতে হচ্ছে। বাজারে সবজির দামও কমেছে, ক্রেতার সংখ্যাও কমেছে। এতে সবজি নষ্ট হচ্ছে। লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ী ও চাষিদের।

সদর উপজেলার শিমুলেশ্বর গ্রামের সবজি চাষিরা জানান, এক বিঘা জমিতে ফুলকপির আবাদ করতে খরচ হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। সঙ্গে আছে শ্রমিক ও পরিবহন খরচ। এখন এক বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। এতে ট্রাক ভাড়া ও শ্রমিক খরচের টাকা হচ্ছে না। ফুলকপি চাষি ইদ্রিস আলী, রুহুল আমীন, জয়দেব, নারায়ণ, সামিউল আলম জানান, অনেক আশা নিয়ে ফুলকপি ও বাঁধাকপির আবাদ করেছিলেন। ফলনও ভালো হয়েছে। মাঠজুড়ে শুধু কপি দেখা যায়। একেকটি কপির ওজন হয়েছে দেড় থেকে দুই কেজি। এখনো বিক্রি করতে পারেননি। জমিতে অনেক ফুল ফুটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনো উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে স্থানীয় বাজারে ৪-৫ টাকা পিস বিক্রি করতে হচ্ছে। তারা জানান, ঝালকাঠি জেলা শহর ও বরিশালে পাঠিয়ে কোনোমতে ট্রাক ভাড়া হচ্ছে। ঘর থেকে শ্রমিক খরচ দিতে হচ্ছে। সার ও কীটনাশকের দোকান থেকে ধার-দেনা করে আবাদ করছেন। বিক্রির পর দেনা পরিশোধ করবেন। কিন্তু সে আশায় ভাটা পড়েছে। অনেক টাকা দেনা পরিশোধ করতে হলে সমিতি থেকে ঋণ নিতে হবে। কৃষক সোলাইমান হোসেন বলেন, 'বাঁধাকপি কয়েক সপ্তাহ রাখা গেলেও ফুলকপি বিক্রির উপযোগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করতে হয়। না হলে ফুল ফুটে গেলে বিক্রির অনুপযোগী হয়ে পড়ে। আমার এক বিঘা জমির ফুলকপি বিক্রি করতে না পারায় জমিতে নষ্ট হচ্ছে।' সদর উপজেলার ভীমরুলী গ্রামের চাষি পারভেজ বলেন, 'আমার ক্ষেতের প্রায় অর্ধশত লাউ বিক্রির উপযোগী হয়েছে। স্থানীয় বাজারে ক্রেতা নেই। পরিবহন খরচ না হওয়ায় বাইরের বাজারেও পাঠাতে পারছি না। অনেক লাউ পরিপক্ব হয়ে গেছে। খরচ ও শ্রম সবই বৃথা।' পাইকারি ব্যবসায়ী আবুল বাশার, আউব আলী ও জিয়াউল ইসলাম বলেন, 'আমরা প্রথম প্রথম চাহিদা অনুমান করে প্রতি বিঘা জমির বাঁধাকপি ৬০ হাজার ও ফুলকপি ৭০ হাজার টাকায় কিনে রেখেছি। এখন আর বিক্রি করতে পারছি না। ঝালকাঠি জেলা শহর ও বরিশালে পাঠানো হলেও চালান ঘুরছে না।' কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, এ বছর জেলায় ৭ হাজার ৭০৪ হেক্টর শীতকালীন সবজি চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিয়ালের কামড়ে তিন নারী-শিশু আহত

রাণীনগর, নওগাঁ : নওগাঁর আত্রাইয়ে শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ তিনজন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুইজনকে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার বিশা ইউনিয়নের বিশা উত্তর পাড়া গ্রামে। স্থানীয়রা জানান,এদিন বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ বিশা উত্তর পাড়া গ্রামের পিন্টু শেখের দুই মেয়ে মিতু খাতুন (২৭) ও মিম আক্তার (১২) বাড়ীর সামনে বসে প্রতিবেশিদের সাথে গল্প করছিল। এসময় শিয়াল দৌড়ে এসে মিতুর পায়ে কামড় ধরে। এসময় শিয়ালের পায়ের আঁচরে মিম আক্তার ও আহত হয়। এর আগে একই দিন বেলা আড়াইটা নাগাদ ওই গ্রামের বাবলু প্রামানিকের স্ত্রী শাহিদা বিবি(৪২) বাড়ীর পাশে বাঁশ ঝাড়ে রান্নার জন্য কুঞ্চি আনতে যায়। এসময় শিয়াল এসে পিছন থেকে পায়ে কামড় ধরে। এতে শাহিদা বিবিও আহত হয়। আহতদের মধ্যে মিতু খাতুন ও শাহিদা বিবিকে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা জামাল শেখ জানান,শিয়ালের এমন আক্রমনে বিশেষ করে ছোট শিশুদের নিয়ে গ্রামবাসী আতংকিত হয়ে পরেছে।

কালীগঞ্জে কৃষি জমি থেকে মাটি কাটার অপরাধে জরিমানা

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জে কৃষি জমি থেকে মাটি কাটার অপরাধে তিনটি মামলায় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তনিমা আফ্রাদ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা আদায় করেন। জানা যায়, উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে অবৈধভাবে কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছে একটি অসাধু মাটি চক্র। এমন সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তনিমা আফ্রাদের নির্দেশে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থল গিয়ে মাটি কাটায় জড়িত বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের দক্ষিণবাগ গ্রামের মাহফুজ ও রাব্বি, ঢাকা ধামরাইলের হাসেম, রবিন ও রাজুকে আটক করে কালীগঞ্জ থানায় এবং মাটি সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত ৬টি ড্রামট্রাক উদ্ধার করে উপজেলায় নিয়ে আসেন পুলিশ। দুপুরে তাদের বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ১৫ এর ১ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়। প্রত্যেককে ৬৫ হাজার টাকা করে অর্থদন্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তনিমা আফ্রাদ বলেন, কৃষি জমি থেকে মাটি কাটা নিষেধ। কৃষি জমি বিনষ্ট করা যাবে না।

নিজের আবাদ করা খেত থেকে ভুট্টা তুলছেন একজন কিষানি। রাঙামাটি

বাবুগঞ্জে শীত বস্ত্র বিতরণ

বাবুগঞ্জ, বরিশাল প্রতিনিধি : বাবুগঞ্জে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক ফোরামের উদ্যোগে অসহায় শীতার্থকদের মাঝে শীত বস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার রাজনৈতিক সমন্বয়কারী ও বাবুগঞ্জ ইসলামী প্রি-ক্যাডেট চেয়ারম্যান শেখ নজরুল ইসলাম মাহবুব এর নেতৃত্বে গতকাল শুক্রবার সকাল দশটায় বাবুগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন অসহায় পরিবারের এ মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ কালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি হাফেজ মাওলানা রহমত উল্লাহ মাতুব্বর, সেক্রেটারি মাওলানা শামসুল হক, যুব আন্দোলন সভাপতি মাওলানা আহসান হাবীব বিশ্বাস, শ্রমিক আন্দোলন সভাপতি মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, সহ-সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম, অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, শেখ মোহাম্মদ বাকীবিল্লাহ, মাওলানা মোঃ মাহমুদুল হাসান কাউসার প্রমুখ।

ঝিনাইগাতীতে শীতার্ত মানুষকে কম্বল বিতরণ

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার পাঁচ শতাধিক শীতার্ত মানুষকে একটু উষ্ণতার ছোঁয়া দিতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ভয়েস অব ঝিনাইগাতী'। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলা সদরের উত্তরণ পাবলিক স্কুল চত্বরে আনুষ্ঠানিক ভাবে এসব কম্বল তুলে দেন প্রধান অতিথি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. মাহমুদুল হক রুবেল। আমেরিকার নিউজার্সিতে অবস্থিত একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির প্রধান গবেষক প্রবাসী বাংলাদেশি ড. জাফর ইকবালের আর্থিক সহায়তায় পাঁচ শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়। কমম্বল পেয়ে খুশি হয়েছেন তারা। কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও ইউপি সদস্য সাংবাদিক মো. জাহিদুল হক মনির।এতে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপি'র আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) আলহাজ্ব শাহজাহান আকন্দ, যুগ্ন আহ্বায়ক মো. আব্দুল মান্নান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডা. সেরাজুল হক স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান বিপ্লব, উত্তরণ পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মেহেদি হাসান, সাংবাদিক মো. গোলাম রাব্বানী টিটু, আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল রানা, সদস্য এরশাদ মিয়া প্রমুখ।

মান্দায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলার ছোটমুল্লুক গ্রামের মাঠে এসব কম্বল বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রসাদপুর দলিল লেখক সমিতির সভাপতি রেজাউন নবী চঞ্চল, বিএনপিনেতা কহিম উদ্দিন শাহ, গিয়াস উদ্দিন মৃধা, সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ। শেষে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি রেজাউন নবী চঞ্চলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেড় শতাধিক শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

আল-এহ্সান ফাউন্ডেশনের আয়োজনে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাবুগঞ্জ, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশাল বাবুগঞ্জের আল-এহ্সান ফাউন্ডেশনের আয়োজনে শীতবস্ত্র বিতরণ, ফ্রি চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণী করা হয়েছে। উপজেলার উত্তর দেহেরগতিতে ফাউন্ডেশনের কার্যালয় পরিদর্শন করেন বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফারুক আহমেদ। এসয়ম ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্যক্রম শেষে হতদরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফারুক আহমেদ। ফাউন্ডেশন এর প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকান প্রবাসী মো. নেহাল পারভেজ ও তার সুযোগ্য পুত্র হৃদয় পারভেজ দীর্ঘদিন যাবৎ মসজিদ, মাদ্রাস, এতিমখানা, অসহায় পরিবার ও রোগীদের আর্থিক সহযোগিতা ও উন্নয়নমূলক সহায়তা দিয়ে এসেছেন। বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফারুক আহমেদ বলেন, আল-এহ্সান ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম দেখে খুব ভালো লাগেছে। এখানে ফ্রি চিকিৎসা, ফ্রি ঔষধ ও আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। তিনি আরো বলেন, অনেক রোগীর ঔষধ ব্যয়বহুল ও দীর্ঘদিন সময় লাগে। সেই সব রোগীদের আমার কাছে প্রেসক্রিপশন নিয়ে পাঠালে আমি নিজে কিনে দেওয়ার চেষ্টা করবো। এবং আল-এহ্সান ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করার জন্য বলবো। আল-এহ্সান ফাউন্ডেশন পরিদর্শন করায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান নেহাল পারভেজ।

টান সিদলা যুব ও সমাজ কল্যাণ সংগঠন্নর উদ্বোধন

হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের সামাজিক সংগঠনচ্টান সিদলা যুব ও সমাজ কল্যাণ সংগঠন্নও শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। টান সিদলা মধ্যপাড়া এলাকায় অবস্থিত, সংগঠনটি হতদরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন,হোসেনপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যাপক মো. নুরুল হক।উদ্বোধনের পরে মোনাজাত ও দোয়া করা হয়। উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এই সংগঠনের যারা দায়িত্বরত রয়েছেন, তাঁরা সব সময় মানুষের সামাজিক ও মানবতার সেবার কাজে নিয়োজিত থাকবেন। টান সিদলা যুব ও সমাজ কল্যাণ সংগঠনের উপদেষ্টা মন্ডলীতে রয়েছেন, মোঃ মাহবুবুর রহমান সরকার,আবু কালাম, আলা উদ্দিন, কামাল উদ্দিন, জুয়েল মিয়া, মাখন মিয়া। সভাপতি, আনিসুর রহমান,সিনিয়র সহ-সভাপতি: মোঃ বিল্লাল হোসেন, সহ-সভাপতি: শাহরিয়ার আহমেদ রাব্বি। সাধারণ সম্পাদক: মোঃ রেজাউল করিম রাসেল।সাংগঠনিক সম্পাদক: মোঃ ওমর শেখ সানি এসময় উপস্থিত ছিলেন, মোঃ তাইজুল ইসলাম,সাংবাদিক মাহফুজ রাজা, আবুল হোসেন,ফজলু মিয়া, রইছ উদ্দিন, সালাম মিয়া প্রমূখ। এছাড়াও স্থানীয় ময়মুরুব্বি, যোবক ও সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাবুগঞ্জে জামাতের উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ

বাবুগঞ্জ, বরিশাল প্রতিনিধি : বাবুগঞ্জে বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী এর উদ্যোগে অসহায় শীতার্থকদের মাঝে শীত বস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। বাবুগঞ্জ উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের বিভিন্ন অসহায় পরিবারের এ মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মহানগর জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ উদ্দিন বাবর।শীতবস্ত্র বিতরণ কালে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা মোঃ রফিকুল ইসলাম। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুস সালাম মাঝি, চাঁদপাশা ইউনিয়ন জামাতের সেক্রেটারি মোঃ জামাল হোসেন, ছাত্র শিবিরের বরিশাল জেলা শাখার সাবেক সভাপতি মোঃ খলিলুর রহমান মিজান প্রমূখ।

সাতক্ষীরায় বিধবা ও বৃদ্ধা নারীদের কম্বল বিতরণ

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : কদিন ধইরা অনেক শীত পড়চে। ঘরে গরম কোন কাপড়চোপড় নাই, একখান কম্বলও নাই। অনেক শীত, আজ আপনারা একখানা কম্বল দিলেন, খুব আনন্দ লাগতাচে। ঈশ্বরের কাছে আশির্বাদ করি যেন আপনারা আরো বেশি বেশি দান করতে পারেন আর আপনাদের যেন সব সময় ভালো রাখে। কম্বল পেয়ে খুশিতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন কলাগাছি গ্রামের ৭০ বছরের বৃদ্ধা হাজারি মন্ডল। গতকাল শুক্রবার সাতক্ষীরার তালা উপজেলার খেশরা ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামে বিধবা ও বৃদ্ধা নারীদের মাঝে এ ১০০ কম্বল বিতরণ করা হয়। কিশোর একতার উদ্যোগে কম্বল পেয়ে হাজারির মতো আরেক বৃদ্ধা সরলা রানী রায় অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, 'কয়েক দিন ধরে খুব শীত পড়ছে। শীতবস্ত্রের অভাবে খুব কষ্ট করতে হয়। দিনে যেমন তেমন, রাতে ঠান্ডায় ঘুম আসে না। বউ-ছেলে নিয়ে কেমনে থাকি? আজ আপনারা একখানা কম্বল দিলেন, অনেক উপকার হলো। আমার মতন আরো কত মানুষ কষ্ট করছে।' শীতের কম্বল পেয়ে কলাগাছি এলাকার টেমি মন্ডল বলেন, 'আমি কোনো কাজ করতে পারি না। আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের বাড়ি কাজ করতে হয়। যা টাকা পাই তা-ই দিয়ে সংসার চালাই।

ঘন কুয়াশায় ঝড়ে যাচ্ছে পান

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : তালতলী ও আমতলী উপজেলার সর্বত্র সপ্তাহ জুরে ঘন কুয়াশার কারনে ঝড়ে যাচ্ছে পান পাতা। বহু কষ্টে ধার দেনা এবং এনজিও'র কাছ থেকে ঋণ নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বরজ করার পর শীত মৌসুমের শুরুতেই চোখের সামনে শ্রমিকদের ঘামে শ্রমে ফলানো পান পাতা এভাবে ঝড়ে যাওয়ায় পান চাষীদের সর্বনাশ হতে যাচ্ছে। তালতলী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, তালতলী উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র পঁচাকোড়ালিয়া ও ছোটবগী ইউনিয়নে মাত্র ৫০ হেক্টর জমিতে পান চাষ করেছেন চাষীরা। এদিকে আমতলী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, আমতলী উপজেলায় ৭টি ইউনিয়নে ১৩৩ হেক্টর জমিতে পান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী চাষ হয়ে থাকে গুলিশাখালী, চাওড়া, আঠারগাছিয়া ও আরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নে। শীত মৌসুমের শুরুতে ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহের কারনে বরজের পান পাতা লাল হয়ে ঝড়ে যাচ্ছে। পান চাষীরা শৈত্য প্রবাহ এবং কুয়াশার হাত থেকে রক্ষার জন্য পুরো বরজ পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়ার পরও শেষ রক্ষা হচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এক এক জন পান চাষী বরজ তৈরী করেছেন। নিজেদের চোখের সামনে এভাবে বহু ঘামে ও শ্রমে তৈরী করা তাদের পানের বরজের পাতা চোখের সামনে লাল হয়ে ঝড়ে যেতে দেখায় অনেক চাষীই কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। তালতলী উপজেলার পঁচাকোড়ালিয়া ও ছোটবগী এবং আমতলী উপজেলার গুলিশাখালী ইউনিয়নের গোছখালী, ডালাচারা, চাওড়া ইউনিয়নের পাতাকাটা, ঘটখালী, উত্তর ঘটখালী, আরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের তারিকাটা, ঘোপখালীসহ বিভিন্ন গ্রাম সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে ঝড়ে যাওয়া পান বরজের বিবর্ন চিত্র। বরজের সাথে পানের লতা দাড়িয়ে থাকলেও ঠান্ডায় পান পাতা শুকিয়ে লাল হয়ে ঝড়ে মাটিতে পড়ে আছে। গুলিশাখালী ইউনিয়নের গোছখালী গ্রামের পান চাষী কপিল মাঝি কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন ভাই ধার দেনা কইর‍্যা ১০ লক্ষ টাকায় ৭০ শতাংশ জমিতে পান চাষ করেছি। দ্যাখেন আমার বরজের কি অবস্থা হয়েছে। শীত আর কুয়াশায় বরজের সব পান পাতা লাল হয়ে শুকিয়ে ঝড়ে পড়েছে। এ অবস্থা থাকলে বছর শেষে আমি ২ লক্ষ টাকাও ঘরে তুলতে পারবো না। গুলিশাখালী গ্রামের নজরুল প্যাদা বলেন, এনজিও'ডডে গোনে ৫লক্ষ টাহা আইননা হেই টাহা খরচ কইর‍্যা ৪০ শতাংশ জমিতে পান চাষ করছি। শীত আর কুয়াশায় সব শ্যাষ অইয়া গ্যাছে। পাতা সব ঝইর‍্যা নষ্ঠ অইয়া গ্যাছে। এহন এনজিও'র টাহা দিমু ক্যামনে হেই চিন্তায় আছি। ঘটখালী গ্রামের পান চাষী আক্কাচ হাওলাদার বলেন, রিমালের সময় বইন্যায় বর ভাইঙ্গা সব শ্যাষ অইয়া গেছিল। ধার দেনা আর এনজিও'ডডে গোনে টাহা আইন্যা আবার বর ঠিক হরছি। এ্যাহন শীত কুয়াশা আর বাতাসে সব পান পাতা নষ্ট অইয়া যাওয়ায় মোগো অইছে সর্বনাশ। এ্যাহন পোলা মাইয়া লইয়া কি খামু আর কি দিয়া এনজিও'র কিস্তি দিমু এ্যাহন আছি হেই চিন্তায়। এভাবে শত শত পান চাষী এবছর চলতি শীত মৌসুমে ঘন কুয়াশা আর শীতের কারনে বরজের পানের ক্ষতি হওয়ায় সর্বশান্ত হয়ে পরেছে। পানের বরজের পান নষ্ট হওয়ায় তার প্রভাব পরেছে বাজারেও।

তালতলী শহরের পান বাজার ঘুরে দেখা গেছে এক চল্লি (৩৬টি পান) বড় সাইজের বিক্রি হচ্ছে ৯০-১০০ টাকায়। ছোট সাইজের এক চল্লি পান ৭০-৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ক্রেতাও এখন হিসাব করে পান কিনছেন। খুরিয়ার কেয়াঘাট এলাকার নারী পান ক্রেতা ছফুরা বেগম বলেন, পানের দাম দুই তিন গুন বাইর‍্যা গ্যাছে। যেই পান ১ মাস আগে ২০ টাহায় কেনতাম এ্যাহন হেই পান ৫০-৬০ টাহায় কিনি। এ্যাহন আর আগের মত পানি কিনি না। খাওয়াও কমাইয়া দিছি। তালতলী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবু জাফর মো. ছালেহ বলেন, ঘন কুয়াশা, অতিরিক্ত শীত এবং আবহাওয়া মেঘলা থাকার কারনে পান গাছে ছত্রাকের আক্রমন দেখা দেয়। এরকম হলে স্বল্প মাত্রায় জৈব বালাই নাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও শৈত্য প্রবাহের হাত থেকে বরজ রক্ষার জন্য পলিথিন টানিয়ে বেড়া দেয়া হলে ছত্রাকের আক্রমন কম হয়।

ডোবা থেকে সেঁউতি দিয়ে বীজতলায় সেচ দিচ্ছেন স্থানীয় দুই বোরো চাষি। দিনাজপুর।

ভাঙ্গুড়া প্রেসক্লাবের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

ভাঙ্গুড়া, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার ভাঙ্গুড়া প্রেসক্লাবের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার খানমরিচ ইউনিয়নের পরমানন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কম্বল বিতরণ করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক (অব.) মাহবুব উল আলম বাবলু। সহ-সভাপতি নুরুজ্জামান সবুজের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান ফারুক,সিনিয়র সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ বদরুল আলম বিদ্যুৎ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, আব্দুর রহিম, খানমরিচ ইউনিয়ন বিএনপ্পির সাবেক যুগ্ম আহবায়ক জয়নুল আবেদীন মিলন ও সাবেক সদস্য সচিব সরদার আতাউর রহমান খোকন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ খানমরিচ ইউনিয়নের দুধবাড়ীয়া গ্রামের ইমরান হোসেন ও গোবিন্দপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর আলমের পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আজিজ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক হোসেন, দপ্তর সম্পাদক হাফিজুর রহমান আনসারী, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক সফিক ইসলাম, কল্যাণ সম্পাদক মিনু রহমান খান, প্রচার সম্পাদক মেহেদী হাসান, ক্রীড়া সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, সদস্য শাহিবুল ইসলাম পিপুল, এস এম শিমুল, হাসিনুর রহমান ও এস এম নাহিদ হাসান ।

কালীগঞ্জে বিএনপি'র শীত বস্ত্র বিতরন

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে দুস্থ ও অসহায় নারী পুরুষের মাঝে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরন করেছে উপজেলা বিএনপি । উপজেলার ২ নং জামাল ইউনিয়নে এ শীত্র বস্ত্র বিতরন করে দলটি। শীত বস্ত্র বিতরন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ২নং জামাল ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম মোল্লা, কালীগঞ্জ পৌর যুবদলের আহবায়ক শাহজাহান আলী খোকন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মিলন হোসাইন সহ বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ। শীত বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথীর বক্তব্যে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ বলেন , উপজেলার অর্ন্তগত সকল ইউনিয়নে এ ধারবাহিকতা বজায় থাকবে আশাকরি । বিএনপি গন মানুষের দল, এ দল সব সময় জনগনের পাশে থাকার রাজনীতি করে । জনগনের সুখ দুঃখ ভালবাসার প্রতি বিএনপি বরাবরই আস্থার প্রতিক হিসাবে কাজ করেছে।

ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ভাঙচুর দর্শককে ফাঁকি দিয়ে আবারো শুটিং

রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : ঠাকুরগাঁওয়ে রাণীশংকৈল উপজেলায় আয়োজিত 'ইত্যাদি' অনুষ্ঠানকে ঘিরে ভাঙচুর ও মারামারির ঘটনায় অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। উপজেলার ঐতিহ্য বাহি রাজা টংকনার্থ চৌধুরীর রাজবাড়ীতে 'ইত্যাদি'র অনুষ্ঠান ঘিরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, ঠাকুরগাঁও জেলাজুড়ে প্র

বিলবাওকে হারিয়ে ফাইনালে বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠেছে বার্সেলোনা। গত বুধবার রাতে সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোল অ্যাথলেটিক বিলবাওকে হারিয়েছে। দুই অর্ধে গাভি ও লামিনে ইয়ামাল দুটি গোল করেছেন। এ নিয়ে ১৭তম বারের মতো ফাইনালে উঠলো কাতালানরা। আগের ষোলোবারের ফাইনালে তারা শিরোপা জিতেছে ১৪ বার। রানার্স-আপ হয়েছে ১২ বার। এদিন ম্যাচের ১৭ মিনিটেই এগিয়ে যায় বার্সা। এ সময় ডানদিক দিয়ে আক্রমণে উঠে ডি বক্সের সামনে থেকে ভেতরে বল পাঠান পেদ্রো। সেটা দখলে নেন আলেজান্দ্রো বালদে। তিনি পেনাল্টি বক্সের সামনে থাকা গাভিকে বাড়িয়ে দেন। গাভি বাম পায়ের শটে গোলরক্ষকের দুই পায়ের ফাঁক গলিয়ে বল জালে জড়ান। বিরতির পর ৫২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লামিনে ইয়ামাল। এ সময় গাভি ডি বক্সের সামনে থাকা ইয়ামালকে বল বাড়িয়ে দেন। ইয়ামাল সেটা পেয়েই উল্টো ঘুরে বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েন। এরপর গোলরক্ষককে পরাস্ত করে বল জালে জড়ান। বাকি সময়ে অবশ্য আর কোনো গোল হয়নি। ফাইনাল নিশ্চিত করতে হান্সি ফ্লিকের শিষ্যদের অবশ্য আর কোনো গোলের প্রয়োজনও হয়নি। আগামীকাল শনিবার রাতে মায়োর্কা অথবা রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ফাইনাল খেলবে বার্সা।

নেইমারকে আইকন মানেন ইয়ামাল

স্পোর্টস ডেস্ক : ভক্তদের কী হৃদয় ভাঙলেন লামিনে ইয়ামাল? মেসি নয়, নিজের ফুটবল আদর্শ হিসেবে নেইমারের নাম নিয়েছেন ইয়ামাল। বার্সেলোনার বিস্ময়বালককে তুলনা করা হচ্ছিল লিওনেল মেসির সঙ্গে। সবুজ ঘাসে ইয়ামাল সেই সামর্থ্য দেখিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ পেরোনোর আগেই ইয়ামাল এখন ফুটবলের সবচেয়ে বড় তারকাদের একজন। বল পায়ে মুগ্ধতা ছড়ানোর পাশাপাশি একের পর এক ট্রফিতে ভরছেন অর্জনের ঝুলিও। জাতীয় দলকে ইউরো জিতিয়ে হয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা তরুণ খেলোয়াড়। ব্যালন ডি'অরে কোপা ট্রফি জেতার পর বর্ষসেরা গোল্ডেন বয়েরও পুরস্কার জিতেছেন। চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরার অপেক্ষায় থাকা এই তরুণ তুর্কী এই মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতেও সমান উজ্জ্বল। দুইবার চোটে পড়ার আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২১ ম্যাচে তিনি গোল করেন ৬টি, অবদান রাখেন সতীর্থদের ১১টি গোলে। মেসির সঙ্গে তুলনা করে মনে করা হচ্ছিল মেসিকেই আদর্শ মানে ইয়ামাল। কিন্তু ইয়ামাল মেসি ভক্তদের হৃদয় ভেঙে জানালেন, মেসি নয় তার ফুটবলের আইডল হলেন নেইমার জুনিয়র। সম্প্রতি সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল নিজের আদর্শ, ভবিষ্যৎ এবং বার্সেলোনার জীবন নিয়ে কথা বলেন। নিজের ফুটবল আদর্শ নিয়ে ইয়ামাল বলেছেন, ''সান্তোসের নেইমার আমার আদর্শ। তাকে দেখা সত্যিই অবিশ্বাস্য কিছু। হ্যাঁ এটা সত্য মেসিও দুর্দান্ত। কিন্তু নেইমার সম্পূর্ণ আলাদা।'' নেইমারকে তারকা এবং ফুটবলের কিংবদন্তি বলতে দ্বিধা করেননি ইয়ামাল। নেইমার বার্সেলোনাতে ২০১৩ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত কাটিয়েছেন। ১২৩ লা লিগার ম্যাচে ৬৮ গোল করেছেন। একাধিক ট্রফি জিতেছেন। যেখানে দুইটি লা লিগা রয়েছে। জিতেছেন ২০১৫ চ্যাম্পিয়নস লিগ।

আবারও বিসিবিকে অপেক্ষায় রাখলেন তামিম

স্পোর্টস ডেস্ক : আসন্ন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তামিম ইকবাল খেলবেন? এই ইস্যুতে বিপিএলের মাঝেই তামিমের সাথে আলোচনায় বসে বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু। ক্রিকেটে ফেরার বিষয়ে তামিমকে সময় দিয়েছেন নির্বাচকরা। তামিমও বিসিবিকে রাখলেন অপেক্ষায়। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাংলাদেশ দলে থাকার জন্য তামিম ইকবালকে অনুরোধ করেছে বিসিবির নির্বাচক কমিটি। এমনকি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও তামিমকে তার দলে চান। গত বুধবার গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল এন্ড রিসোর্টে তামিম ইকবাল ও গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর নির্বাচক কমিটি লম্বা সময়ের বৈঠক করে। যেখানে আরও সময় চেয়েছেন অভিজ্ঞ ওপেনার তামিম। তামিমের সাথে লম্বা সময়ের আলোচনার পর গণমাধ্যমের সামনে এসে গাজী আশরাফ হোসেন লিপু বললেন, 'তামিম ইকবালের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ে আপনাদের একটা আগ্রহ থাকবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারটা নিয়ে এর আগেই হয়তো তামিমের সঙ্গে আমাদের আরেকটু আলোচনা হতে পারতো। যাই হোক, সামনে আমাদের একটা বড় ইভেন্ট আছে। আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোন আলোচনাই সঙ্গে সঙ্গে ওই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ এটা অনেক বড় একটা সিদ্ধান্ত।' চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দল ঘোষণার শেষ সময় আগামী ১২ জানুয়ারি। এর আগে তামিমকে তার 'বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের' সঙ্গে কথা বলতে সময় দিয়েছেন নির্বাচকরা, 'তামিমের ঘনিষ্ঠজন, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব অনেক সময়, কিংবা তার প্রিয় কোচ অথবা শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার একটা ব্যাপার থাকে। সেক্ষেত্রে একটু সময় নেওয়ার তো ব্যাপার এসেই যায়। আমাদের যেহেতু ১২ তারিখে দল ঘোষণা করতে হবে, তার আগেই আমাদেরকে দলটা দিতে হবে বোর্ডের কাছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে সময় আছে, লেট হিম টেক টাইম, তাড়াহুড়োর কিছু নাই।

এইটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ : নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপই ব্রাজিলের জার্সি গায়ে নেইমারের শেষ বিশ্বকাপ। এমনটা জানিয়েছেন নেইমার নিজেই। এ সম্পর্কে ৩২ বছর বয়সী এই সুপারস্টার সিএনএনকে বলেছেন, 'আমি জানি এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ, শেষ শট, শেষ সুযোগ। এখানে খেলার জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন আমি করবো।' ইনজুরির কারণে প্রায় এক বছরের বেশী সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন নেইমার। সম্প্রতি সিএনএন'এ প্রকাশিত এক সাক্ষাতকারে নেইমার আরো বলেছেন বার্সেলোনার সাবেক দুই সতীর্থ লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের সাথে মেজর লিগ সকার ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে যুক্ত হবার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায়না। এ সম্পর্কে দুবাইয়ে এক এ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে নেইমার বলেছেন, 'অবশ্যই মেসি ও সুয়ারেজের সাথে একই ক্লাবে খেলার বিষয়টি হবে অসাধারণ।' দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্রাজিল খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। ১৮ রাউন্ডের মধ্যে ১২ রাউন্ড শেষে ১০ জাতির এই বাছাইপর্বের টেবিলে এই মুহূর্তে ব্রাজিল পঞ্চম স্থানে রয়েছে। শীর্ষ ছয়টি দল এই অঞ্চল থেকে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সপ্তম স্থানে থাকা বলিভিয়ার তুলনায় ব্রাজিল মাত্র পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে। নেইমার বলেন, 'পুরো দলের উপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। এই দলের খেলোয়াড়রা তরুণ, উদীয়মান। আমরা এই মুহূর্তে যে পজিশনে আছি সেখানে আমার থাকার কথা নয়। আমি মনে করি সবাই মিলে একত্রিত ভাবে আমরা অনেক বড় কিছু অর্জন করতে পারবো। এখনো দেড় বছর সময় হাতে আছে। বিশ্বকাপে পৌঁছানোর জন্য সঠিক কাজটাই আমরা করতে চাই।' বাছাইপর্বের প্রথম চারটি ম্যাচে নেইমার খেলেছিলেন। কিন্তু ২০২৩ সালের অক্টোবরে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে ইনজুরিতে পড়ে বিরতির পর আর মাঠে নামতে পারেননি। এরপর হাঁটুর অস্ত্রোপচারের কারনে প্রায় এক বছর যাবত মাঠের বাইরে রয়েছেন। অক্টোবর ও নভেম্বরে স্বল্প সময়ের জন্য সৌদি ক্লাব আল হিলালের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। কিন্তু হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ায় আবারো মাঠ থেকে ছিটকে যান। এই মুহূর্তে নেইমারের একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বকাপ, 'আমি সেখানে থাকতে চাই। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করছি, সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ব্রাজিল দলে খেলার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই আমি করতে চাই।' যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ শুরুর সময় নেইমারের বয়স হবে ৩৪ বছর। এর আগেই তার যুক্তরাষ্ট্রে খেলার সুযোগ রয়েছে। জুনে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য বর্ধিত কলেবরের ক্লাব বিশ্বকাপে আল হিলালের খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। এবারের ক্লাব বিশ্বকাপে মেসি ও সুয়ারেজেরও খেলার সম্ভাবনা আছে। পিএসজিতে মেসির সাথে খেলা নেইমার বলেছেন, 'তারা আমার খুব ভাল বন্ধু। আমরা এখনো একে অপরের সাথে যোগাযোগ রেখেছি। এই ট্রায়ো আবারো যদি একত্রিত হতে পারে তবে সেটা অনেকের জন্যই আগ্রহের বিষয়ে পরিণত হবে। সৌদি আরবে আমি খুব আনন্দে আছি। কিন্তু কে জানে ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে। ফুটবলে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতেই পারে। আমি যখন পিএসজি ত্যাগ করি তখন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রান্সফার উইন্ডোর সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। যে কারনে আমার সামনে কোন পথ খোলা ছিলনা।

আইটি

এবার পিঁপড়া রোবট আবিষ্কার করলো বিজ্ঞানীরা

আইটি ডেস্ক : ছোট ছোট রোবটের একটি দলকে পিঁপড়ার মতো আচরণ করতে দেখে কি কখনো বিস্মিত হয়েছেন? দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা এমনই এক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন, যা স্বল্প পরিসরে বিশাল কর্মক্ষমতা দেখাতে সক্ষম। তাদের তৈরি মাইক্রো রোবটের দল পিঁপড়ার মতো একত্রে কাজ করে ভারী বস্তু বহন করতে পারে এবং জটিল পরিবেশে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করতে সক্ষম। এই প্রযুক্তিটি দক্ষিণ কোরিয়ার হানইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানিক এবং ন্যানো ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষকদের প্রচেষ্টার ফল। ২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর ডিভাইস জার্নালে এটি প্রকাশিত হয়। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই রোবটগুলো ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতিতে একক রোবটের পক্ষে যে কাজগুলো একা করা সম্ভব নয় বা অত্যন্ত কঠিন, তা দলগত রোবটগুলোর সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা সম্ভব হয়।। ভবিষ্যতে এই ছোট রোবটগুলো চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এগুলো ধমনীর ব্লক পরিষ্কার করতে বা জৈবিক নমুনা সুনির্দিষ্টভাবে স্থানান্তর করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মানে হলো, এই রোবটগুলো জটিল এবং সূক্ষ্ম চিকিৎসা কাজগুলো সম্পাদন করতে সহায়ক হবে, যা মানুষের জন্য ঝুঁকি এবং সময় কমাতে পারে। **উচ্চ অভিযোজনক্ষমতা এবং কর্মক্ষমতা পরীক্ষার ফলাফল,** গবেষণার প্রধান লেখক জেওং জায় উই জানিয়েছেন, মাইক্রো রোবট দলগুলোর পরিবেশের সাথে অভিযোজনক্ষমতা এবং তাদের নিয়ন্ত্রণের স্বায়ত্তশাসন স্তর অত্যন্ত চমকপ্রদ। গবেষণায় দেখা গেছে, এই রোবট দল উচ্চ আসপেক্ট রেশিও কনফিগারেশন ব্যবহার করে নিজের দৈর্ঘ্যের পাঁচগুণ উঁচু বাধা অতিক্রম করতে এবং একটি একটি করে সেই বাধার ওপরে উঠে যেতে সক্ষম। একটি পরীক্ষায় দেখা যায়, ১,০০০ মাইক্রো রোবটের একটি দল পানিতে ভেসে একটি বড় ওষুধ বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়, যা প্রত্যেক রোবটের ওজনের ২,০০০ গুণ বেশি। শুকনো ভূমিতে, একটি রোবট দল তাদের একক ওজনের ৩৫০ গুণ ভারী বস্তু বহন করতে পেরেছে। আরেকটি রোবট দল এমন টিউব পরিষ্কার করেছে, যা ব্লক হওয়া ধমনী বা রক্তনালীকে অনুকরণ করে। **প্রকৃতি থেকে অনুপ্রেরণা এবং ভিন্নধর্মী নকশা,** এই রোবট দলের কাজের পদ্ধতি মূলত পিঁপড়াদের সহযোগিতামূলক আচরণ থেকে অনুপ্রাণিত। পিঁপড়ারা যেমন একত্রে কাজ করে সেতু তৈরি করে বা ভেলার মতো আকৃতি ধারণ করে, তেমনই এই রোবট দলও দলগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন করে। একটি দল ব্যর্থ হলে, অন্য সদস্যরা তাদের কাজ চালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়।

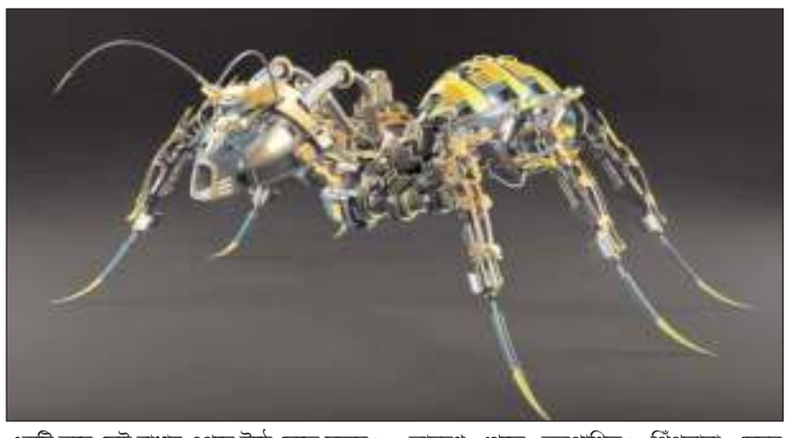

যুক্তরাষ্ট্রে সাইবার স্পেসে চীনের এট্যাক

আইটি ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ দপ্তরে আক্রমণ করেছে চীনের হ্যাকাররা। গত মাসের শুরুতেই অর্থ দপ্তরের সিস্টেমে হানা দিয়েছিল কয়েকজন অজানা হ্যাকার। সম্প্রতি মার্কিন অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হচ্ছে, হ্যাকাররা অর্থ দপ্তরের কর্মীদের কম্পিউটারে নজরদারি করেছে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি হয়ে থাকতে পারে। এই ঘটনায় মার্কিন প্রশাসনের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, চীনা সরকারের মদতপুষ্ট হ্যাকাররাই এই সাইবার আক্রমণ করেছে। সাইবার নিরাপত্তা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে হ্যাকাররা অর্থ দপ্তরের কর্মীদের কম্পিউটার হ্যাক করেছে। প্রযুক্তিগত পরিষেবা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত একটি ক্লাউড-ভিত্তিক পরিষেবার সাহায্যে এই হামলা চালানো হয়। ধারণা করা হচ্ছে, সেই পরিষেবার মধ্যে দিয়েই হ্যাকাররা অর্থ দপ্তরের সিস্টেমে প্রবেশ করেছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই হামলার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নথি এবং মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর গোপন তথ্য চুরি হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি নিয়ে মার্কিন প্রশাসন এখনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে, ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে বিশ্বজুড়ে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। গত ৮ ডিসেম্বর সাইবার নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থা 'বিয়ন্ডট্রাস্ট' আমেরিকার অর্থ দপ্তরকে সাইবার হানার বিষয়ে সচেতন করে।

ইন্টারনেটকে সুরক্ষিত রাখার টিপস

আইটি ডেস্ক : ইন্টারনেট এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। তবে, ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় অনেক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট ক্ষতিকর সফটওয়্যার (ম্যালওয়্যার) সরবরাহ করতে পারে অথবা এমন কিছু বিষয়বস্তু প্রদর্শন করতে পারে যা আপনার বা আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য উপযুক্ত নয়। এই সমস্যাগুলো থেকে বাঁচার একটি সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতি হলো ডোমেইন নেম সিস্টেম (ডিএনএস) পরিবর্তন করা। এটি ইন্টারনেট ব্রাউজিংকে আরও সুরক্ষিত করে এবং ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখতে সহায়তা করে। প্রথমে, ডোমেইন নেম সিস্টেম (ডিএনএস) কীভাবে কাজ করে তা বোঝা দরকার। যখন আপনি কোনো ওয়েবসাইটের লিঙ্কে ক্লিক করেন বা ব্রাউজারে ইউআরএল টাইপ করেন, তখন সেই লিঙ্কটি আইপি ঠিকানায় পরিবর্তিত হয়। এটি একটি টেলিফোন ডিরেক্টরির মতো কাজ করে, যা আপনার টাইপ করা নামকে সংশ্লিষ্ট আইপি ঠিকানায় রূপান্তর করে। সাধারণত, আপনার ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের (আইএসপি) ডিএনএস সার্ভার এই কাজ করে। তবে, আইএসপি-র ডিফল্ট ডিএনএস সার্ভার সবসময় নিরাপদ নয় এবং এটি আপনার ব্রাউজিং ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে, যা আপনার গোপনীয়তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। ডিএনএস পরিবর্তন করে, আপনি নির্ধারণ করতে পারেন কোন প্রতিষ্ঠান আপনার ব্রাউজিং তথ্য পরিচালনা করবে। উদাহরণস্বরূপ, ক্লাউডফ্লেয়ার (ক্লাউডফ্লেয়ার) নামক একটি ডিএনএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা তাদের সেবা ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য পরিচিত। তাদের ডিএনএস ঠিকানাগুলি হলো ১.১.১.১ এবং ১.০.০.১। এগুলো ব্যবহার করলে আপনার ব্রাউজিং ডেটা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুছে ফেলা হবে। এছাড়া, ক্লাউডফ্লেয়ার ম্যালওয়্যার এবং প্রাপ্তবয়স্ক বিষয়বস্তু ব্লক করার জন্য অতিরিক্ত ডিএনএস ঠিকানাও সরবরাহ করে, যেমন ১.১.১.২ এবং ১.১.১.৩। ডিএনএস পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি তুলনামূলক সহজ। আপনি চাইলে শুধু নির্দিষ্ট ডিভাইসে ডিএনএস সেটিংস আপডেট করতে পারেন, অথবা আপনার রাউটারে পরিবর্তন করে পুরো নেটওয়ার্কের জন্য এটি কার্যকর করতে পারেন।

রাউটারে ডিএনএস পরিবর্তন করলে, আপনার বাড়ির ওয়াই-ফাইয়ের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি ডিভাইস এই নতুন ডিএনএস ব্যবহার করবে। এটি শিশুদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী, কারণ এতে তারা অনাকাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবে না। রাউটারে ডিএনএস পরিবর্তন করতে, আপনাকে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট আইপি ঠিকানায় (যেমন ১৯২.১৬৮.১.১) ব্রাউজ করতে হয় এবং সেখানে লগইন করতে হয়। এরপর, ডিএনএস সেটিংস আপডেট করার জন্য দুটি আইপি ঠিকানা পরিবর্তন করতে হবে।

কোয়ান্টাম ক্লক তৈরি করছে যুক্তরাজ্য

আইটি ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের প্রথম কোয়ান্টাম ঘড়ি তৈরি করতে একটি গোপন গবেষণাগার কাজ করছে, যা দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা ও নজরদারি কার্যক্রমকে উন্নত করতে সাহায্য করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, এই কোয়ান্টাম ঘড়ি এতটাই নির্ভুল যে এটি বিলিয়ন বছরের মধ্যে মাত্র এক সেকেন্ড হারাবে। এটি সময় পরিমাপের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। কোয়ান্টাম ঘড়ি এমন একটি যন্ত্র যা কোয়ান্টাম মেকানিক্স ব্যবহার করে সময়কে অবিশ্বাস্য নির্ভুলতার সাথে মাপতে সক্ষম। এটি পরমাণুর শক্তি পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সময় পরিমাপ করে। প্রচলিত ঘড়ির তুলনায় এই প্রযুক্তি অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী, এই প্রযুক্তি কেবল সামরিক কার্যক্রমেই নয়, বরং অন্যান্য খাতে যেমন শিল্প, বিজ্ঞান ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মসংস্থানে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। প্রতিরক্ষা ক্রয় মন্ত্রী মারিয়া ঈগল বলেন, "এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি আমাদের অপারেশনাল সক্ষমতাকে বাড়ানোর পাশাপাশি শিল্পে অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উচ্চ দক্ষতার চাকরি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।" জিপিএস প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমানো: বর্তমান সময়ে সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য ক্ষেত্র জিপিএস প্রযুক্তির উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু জিপিএস সিগন্যাল সহজেই প্রতিপক্ষের দ্বারা ব্যাহত বা ব্লক করা যেতে পারে। কোয়ান্টাম ঘড়ি এই নির্ভরতাকে কমাবে এবং সময় নির্ধারণের জন্য একটি বিকল্প ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি প্রদান করবে। যুক্তরাজ্যের এই উদ্যোগ বিশ্বে প্রথম নয়। ১৫ বছর আগে, যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি একসঙ্গে একটি কোয়ান্টাম ঘড়ি তৈরি করেছিল। তবে, যুক্তরাজ্যে এটি প্রথমবারের মতো তৈরি হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, এই প্রযুক্তি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সামরিক বাহিনীতে ব্যবহার উপযোগী হবে। কোয়ান্টাম ঘড়ির নির্ভুল সময় পরিমাপের ক্ষমতা বিভিন্ন খাতে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। স্যাটেলাইট ন্যাভিগেশন সিস্টেম, মোবাইল ফোন এবং ডিজিটাল টিভি থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের গবেষণায় এটি বিপ্লব ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অত্যন্ত নির্ভুল সময় নির্ধারণ কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আরও কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন কোয়ান্টাম গবেষণায় ব্যাপক বিনিয়োগ করছে।

স্পটিফাইতে আপত্তিকর ভিডিও, নেটিজেনদের সমালোচনার ঝড়

আইটি ডেস্ক : জনপ্রিয় সংগীত স্ট্রিমিং সেবা প্রদানকারী অ্যাপ স্পটিফাই। সম্প্রতি এ অ্যাপে গান সার্চ দেওয়ার পরে আপত্তিকর ভিডিও সামনে চলে আসে। এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অ্যাপে এক গায়িকার নাম সার্চ করতে মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে একাধিক অপশন। তারমধ্যেই ছিল আপত্তিকর ভিডিও। এ ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, অভিযোগকারী অ্যাপে সার্চ করেছিলেন র‍্যাপার মিয়া। এরপরই নাকি তার অ্যাপে একাধিক সাজেশনের পাশাপাশি ভিডিও সেকশনে দেখা যায় আপত্তিকর ভিডিও। পরে অভিযোগকারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে পোস্ট করেন। তবে এ প্রসঙ্গে এখনও কোনও মন্তব্য করেনি স্পটিফাই কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনা প্রথম নয়। এর আগেও এ ধরনের ভিডিও স্পটিফাইয়ে আপলোড করা হয়েছে। আপত্তিকর অডিও ক্লিপও আপলোড হয়েছে।

পরীক্ষামূলক যাত্রা সম্পন্ন করলো দীর্ঘতম হাইপারলুপ ভ্যাকুয়াম ক্যাপসুল

আইটি ডেস্ক : ইউরোপের একটি পরীক্ষামূলক কেন্দ্র সম্প্রতি হাইপারলুপ ভ্যাকুয়াম ক্যাপসুলের দীর্ঘতম যাত্রা সম্পন্ন করেছে, যা উচ্চগতির পরিবহনের ক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। এই উদ্যোগটি অনেক দিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক এই সফলতা প্রমাণ করে যে, এটি শুধুমাত্র একটি ধারণা নয়, বরং বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। লিমিটলেস প্রকল্পটি, যা "লিনিয়ার ইনডাকশন মোটর ড্রাইভ ফর ট্র্যাকশন অ্যান্ড লেভিটেশন ইন সাসটেইনেবল হাইপারলুপ সিস্টেমস" নামে পরিচিত, একটি ১:১২ স্কেলের মডেল। এর টিউবের ব্যাস মাত্র ৪০ সেন্টিমিটার (১৫.৭ ইঞ্চি) এবং ট্র্যাকের পরিধি ১২৫.৬ মিটার (৪১২ ফুট)। এই প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যে ৮২টি পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একটি পরীক্ষায় ক্যাপসুলটি ভ্যাকুয়াম টিউবের মধ্যে ১১.৮ কিলোমিটার (৭.৩ মাইল) পথ অতিক্রম করেছে, যা বর্তমানে ভ্যাকুয়াম পরিবহনের দীর্ঘতম দূরত্বের রেকর্ড। এ সময় ক্যাপসুলের গতি ছিল ৪০.৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (২৫.৩ মাইল প্রতি ঘণ্টা)। যদিও এই গতি খুব বেশি মনে না হতে পারে, তবে মডেলটি যদি পূর্ণ স্কেলে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এটি ১৪১.৬ কিলোমিটার (৮৮ মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে এবং সর্বোচ্চ গতি হতে পারে ৪৮৮.২ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (৩০৩.৪ মাইল প্রতি ঘণ্টা)।